ঘরে-বাইরে 7 রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা ...
ঝাড়খন্ড 5 টিট ফর ট্যাট, এবার কংগ্রেস বিধায়ক ...
সম্পাদকীয় 4 র‍্যাম্বো, রকেট ম্যান, শয়তান.
কানাডায় শিখ নেতা.....

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>332 >>02 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩৩২ >> << ০২রা, আশ্বিণ ১৪৩০>>

খুনের ঘটনা তদন্তের প্রেক্ষাপটে ভারতের এক কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে কানাডা

আলবার্টা : কানাডায় এক শিখ কর্মীর হত্যাকাণ্ডে ভারত সরকারের সম্ভাব্য জড়িত থাকার অভিযোগ তদন্তের প্রেক্ষাপটে ভারতের এক শীর্ষ কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে কানাডা। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ঐ অভিযোগকে বিশ্বাসযোগ্য বলে বর্ণনা করেন। শিখ নেতা হারদিপ সিং নিজার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সামনে ১৮ জুন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাবার পর ট্রুডো বলেন কানাডার গোয়েন্দা সংস্থা ঐ অভিযোগ তদন্ত করে দেখছে। নিজার খালিস্তান নামে শিখদের জন্য স্বাধীন দেশ দাবীর জোরালো সমর্থক ছিলেন। ট্রুডো বলেন তিনি গত সপ্তাহে জি২০ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে ঐ হত্যাকাণ্ডের কথা উত্থাপন করেন। কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মেলানি জোলি বলেন কানাডা থেকে ভারতের গোয়েন্দা প্রধানকে বহিষ্কার করা হয়েছে। জোলি বলেন, অপরাধ প্রমাণিত হলে এটি আমাদের সার্বভৌমত্ব এবং দুই দেশের মধ্যেকার সবচেয়ে প্রাথমিক নিয়ম লংঘনের ঘটনা হবে। এ কারণে আমরা একজন শীর্ষ ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছি। এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য এপির ফোন কলে তাৎক্ষণিকভাবে অটোয়াতে অবস্থিত ভারতের দূতাবাস সাড়া দেয়নি।

বাজার দর

SENSEX : 67838.63 +319.63
NIFTY : 20192.35 +89.25

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
26.00 °C	23.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .47 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05 .36 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বন্দি বিনিময় সম্পন্ন

তেহরান (এজেন্সী) : সোমবার যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান একটি বন্দি বিনিময় চুক্তি বাস্তবায়ন করেছে। এর অধীনে পাঁচজন আমেরিকানকে মুক্ত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বলেছে, তারা ইরানে অন্যায়ভাবে আটক ছিল। বন্দি বিনিময়ে তিনজন আমেরিকানকে সিয়ামক নামাজি, এমাদ শার্গী এবং মোরাদ তাহবাজ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারা অন্য দুই আমেরিকানসহ স্থানান্তরের অপেক্ষায় গৃহবন্দি ছিলেন। বাইডেন প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের বলেন, এই বন্দি বিনিময়ে ইরান থেকে দোহাগামী একটি কাতারি বিমানে করে মুক্তিপ্রাপ্ত পাঁচজন আমেরিকানকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, যাদের সাথে নামাজির মা এবং তাহবাজের স্ত্রী ছিলেন। পূর্বে তাদের ইরান ত্যাগ করার অনুমতি ছিল না। চুক্তির অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে অহিংস অপরাধের জন্য অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত পাঁচজন ইরানি ক্ষমা পেয়েছেনঃ কাভেহ লোতফোলাহ আফ্রাসিয়াবি, মেহরদাদ আনসারি, আমিন হাসানজাদেহ, রেজা সারহাংপুর কাফরানি এবং কামবিজ আত্তার কাশানি। বাইডেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলেছেন, এদের মধ্যে যে ইরানিদের যুক্তরাষ্ট্রে লিগ্যাল স্ট্যাটাস নেই, তারা দোহার মাধ্যমে ইরানে ফিরে যাবে। আনসারি এবং কাশানি ফেডারেল কারাগারে সাজা ভোগ করছিলেন, আর আফ্রাসিয়াবি, হাসানজাদেহ এবং কাফরানি প্রাকবিচার মুক্তির জন্য তত্ত্বাবধানে ছিলেন। চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রকে দেশটির নিষেধাজ্ঞার অধীনে স্থগিত ইরানি তহবিলের মধ্যে ৬শ কোটি ডলার দক্ষিণ কোরিয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে কাতারের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার অনুমোদনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তহবিলগুলো শুধুমাত্র মানবিক উদ্দেশ্যে যেমন খাদ্য, ওষুধ এবং কৃষি পণ্যের জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীসভার বৈঠকে লোকসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ বিলে অনুমোদন

নয়া দিল্লি : সোমবার ১৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রীসভার বিশেষ বৈঠক ডেকেছিলেন। সংবাদ সূত্রের খবর, লোকসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ করা হবে, এই সংক্রান্ত বিল অনুমোদন পেল প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন্ত্রিসভার এই বৈঠকে। লোকসভার বিশেষ অধিবেশনে এই বিল বুধবার পেশ করা হবে বলেও রাজনৈতিক মহলে খবর। শুধু লোকসভায় নয়, রাজ্য বিধানসভাতেও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হবে বলে এই বিলে উল্লেখ রয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এখনই আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুমোদন সম্পর্কিত খবর জানানো হয়নি।

সোমবার ১৮ সেপ্টেম্বর থেকেই সংসদে বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়েছে। অধিবেশন শুরুর আগেই প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এই অধিবেশনে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তার এই মন্তব্যের পরেই সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠক নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল।

সোমবারমন্ত্রীসভার বৈঠকের অ্যাজেন্ডা কী, তা নিয়ে আগে থেকে কেউই মুখ খোলেননি। তারপর সোমবার সারাদিন ধারাবাহিকভাবে রাজধানী দিল্লিতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। যেমন, বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকে বিজেপি সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডাও উপস্থিত ছিলেন। পরে মন্ত্রীসভার বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও পৃথক ভাবে দেখা করেছেন পীযূষ গোয়েল ও প্রহ্লাদ জোশী।

মন্ত্রীসভার বৈঠকের পরেই বিষয়টিই স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু বৈঠক শেষে কেউই সাংবাদিক সম্মেলন করেননি। ফলে বৈঠকে আলোচিত বিষয় নিয়ে রহস্য বাড়ছিল। তবে সংবাস সূত্রের খবর, মোদীর মন্ত্রীসভার সবুজ সংকেত পেয়েছে মহিলা সংরক্ষণ বিলটি।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে ভারতের কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন থাকাকালীন বিলটি তৈরি হয়েছিল। ২০১০ সালে রাজ্যসভায় বিলটি পাশ হলেও সেটি কখনই নিম্নকক্ষ বা লোকসভায় পেশ করা হয়নি। সেই বিলটি ফের একবার সংসদে আসতে চলেছে বলেই সংবাদ সূত্রে খবর।

অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসনপ্রত্যাশীদের থাকার অনুমতি দেবার আহ্বান জানিয়ে বিক্ষোভ

সিডনি : হাজার হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশীকে থাকার অনুমতি দেওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়ার কাছে আবেদন জানিয়েছেন বিক্ষোভকারিরা। বিতর্কিত এক নীতির অধীনে এই অভিবাসীদের আশ্রয়ের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ১২ হাজার পর্যন্ত আশ্রয়প্রার্থীর দাবি নিয়ে অস্ট্রেলীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লেয়ার ও'নিলের দফতরের বাইরে এক সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ শুরু হয়েছে সোমবার। অস্থায়ী ব্রিজিং ভিসায় তাঁরা এক দশকের বেশি সময় ধরে এই দেশে রয়েছেন, তবে এখন তাঁরা প্রত্যাবাসনের ঝুঁকির মুখে।

ফেব্রুয়ারি মাসে দেশটির সরকার বলেছিল, অস্থায়ী সুরক্ষা ভিসা বা নিরাপদ আশ্রয় ভিসায় ১৯ হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশীকে অস্ট্রেলিয়ায় থাকার অনুমতি দেওয়া হবে।

তবে, প্রায় ১২ হাজার আরও আশ্রয়প্রার্থী রয়েছেন ব্রিজিং ভিসাতে। এঁরা মূলত ইরান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের বাসিন্দা। এঁদের কথা ঘোষণায় বলা হয়নি। তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে। ব্রিজিং ভিসা হল একটি অস্থায়ী অনুমতি যা অভিবাসন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে অনাগরিকদের অস্ট্রেলিয়ায় বৈধভাবে থাকার অনুমতি দেয়। এই দেশে থাকতে হলে প্রতি ছয় মাস অন্তর তাঁদের পুনরায় আবেদন করতে হয়।

পূর্ববর্তী 'ফাস্টট্র্যাক' নীতির অধীনে অনেকের শরণার্থী হওয়ার দাবি খারিজ করা হয়েছিল। এই নীতিকে কৌঁসুলিরা অন্যায্য ও স্বেচ্ছাচারী বলেছেন। ক্যানবেরার সাবেক রক্ষণশীল সরকার এটি চালু করেছিল। আশ্রয়ের অনেক দাবি বকেয়া পড়ে ছিল। একে মোকাবিলা করতেই এটি চালু করা হয়েছিল।

ক্যানবেরা সরকারের মানবিক হস্তক্ষেপের আহ্বান জানাচ্ছেন প্রচারকরা।

ইরান থেকে আসা অভিবাসনপ্রত্যাশী মাহবুবে মিরশাহী। ২০১৩ সালে নৌকা করে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন।

অস্ট্রেলীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লেয়ার ও'নিলের মেলবর্নস্থিত আঞ্চলিক দফতরের বাইরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তিনি সোমবার যোগ দিচ্ছেন।

মিরশাহী ভিওএকে বলেন, নিরাপত্তার জন্য তিনি অস্ট্রেলিয়ায় পালিয়ে এসেছিলেন।

বন্যাবিধ্বস্ত লিবিয় শহরে রোগের হুমকির বিষয়ে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ

লিবিয়া : সোমবার জাতিসংঘের সংস্থাগুলো সতর্ক করেছে যে লিবিয়ার বন্যাকবলিত শহর দেরনা, যেখানে এক সপ্তাহ আগে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়, সেই শহরটি রোগের প্রাদুর্ভাবের সম্মুখীন যা দ্বিতীয় বিধ্বংসী সংকট নিয়ে আসতে পারে। যুদ্ধবিধ্বস্ত উত্তর আফ্রিকার দেশটিতে ১০ সেপ্টেম্বর শক্তিশালী ঝড় ড্যানিয়েলের আঘাতে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় বহু মানুষ নিহত হয় এবং আরও হাজার হাজার মানুষ নিখোঁজ রয়েছে।

দুর্গত বাসিন্দারা, যাদের মধ্যে ৩০ হাজার মানুষ এখন গৃহহীন, তাদের জন্য কলেরা, ডায়রিয়া, পানিশূন্যতা এবং অপুষ্টির ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির প্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ পানি, খাদ্য এবং মৌলিক সরবরাহের ভীষণ প্রয়োজন বলে জাতিসংঘের সংস্থাগুলো সতর্ক করেছে। দ্রুত বাড়তে থাকা জলের কারণে দেরনায় উজানে নদীর দুটি বাঁধ ভেঙে যায়, এক লাখ জনসংখ্যার উপকূলীয় শহরের কেন্দ্রে গভীর রাতে জোয়ারের ঢেউ আছড়ে পড়ে যা সমগ্র আবাসিক ব্লকগুলো সাগরে ডুবিয়ে দেয়।

শিশুদের ত্রাণ তহবিল ইউনিসেফ, শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিসহ জাতিসংঘের সংস্থাগুলো বেঁচে যাওয়া মানুষদের সাহায্য করার জন্য গত কয়েকদিন ধরে দেরনার আশেপাশে অবস্থান করছে।

ইউনিসেফের টিমগুলো প্রাথমিক পরিচর্যা পরিষেবাগুলোতে তিন মাসে ১৫ হাজার মানুষকে সহায়তা করার জন্য মেডিকেল কিট বিতরণ করেছে এবং ইউএনএইচসিআর দেরনা ও বেনগাজিতে ৬ হাজার ২শ বাস্তুচ্যুত পরিবারকে কম্বল, টারপলিন এবং রান্নাঘরের সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে। ইউএনএসএমআইএল এ কথা জানায়।

গত সপ্তাহে জাতিসংঘ দেরনা এবং পূর্ব লিবিয়ার অন্যান্য অংশে জরুরি পরিষেবার জন্য ৭ কোটি ১০ লাখ ডলারের বেশি সহায়তার আবেদন শুরু করেছে।

আহ্বান আফগানিস্তানের নারী ও মেয়েদের অধিকার সমস্ত উদ্বেগের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে

আফগান মেয়েদের ওপর থেকে 'অযৌক্তিক' শিক্ষা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে তালিবানকে আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের

জেনেভা : জাতিসংঘের মহাসচিব সোমবার আফগানিস্তানের তালিবানের কাছে কিশোরী মেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য পুনরায় দাবি জানিয়েছেন। আন্তনিও গুতেরেস এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক ট্যুইটার) বলেন, এটি মানবাধিকারের অযৌক্তিক লঙ্ঘন যা গোটা দেশকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্ষতি করবে। পাশাপাশি তিনি যোগ করেন, মেয়েদের স্থান বিদ্যালয়ে। তাদের ফিরতে দিন। স্বীকৃতিহীন এই সরকারের শিক্ষায় নিষেধাজ্ঞা চাপানোর দুই বছর পূর্তিতে তাঁর এই বিবৃতি। ২০২১ সালে আন্তর্জাতিকভাবে সাহায্যপুষ্ট সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল তালিবান। তারপর থেকে আফগান নারীদের শিক্ষা ও কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে তারা। ষষ্ঠ শ্রেণির পর মেয়েদের বিদ্যালয়ে পড়াশোনার উপর তারা নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে। এর ফলে, আফগানিস্তান হয়ে উঠেছে বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে নারীশিক্ষার উপর বিধিনিষেধ রয়েছে। গত সপ্তাহে গুতেরেস সাংবাদিকদের বলেছিলেন, আফগানিস্তানের নারী ও

মেয়েদের অধিকার সমস্ত উদ্বেগের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। নিউইয়র্কে সোমবার অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশনের আলোচ্যসূচিতেও থাকবে এই বিষয়টি। জরুরি অবস্থা ও দীর্ঘায়িত সংকটে শিক্ষার জন্য জাতিসংঘের বৈশ্বিক তহবিল 'এডুকেশন ক্যানট ওয়েটট' এই নিষেধাজ্ঞাকে সর্বজনীন মানবাধিকারের লঙ্ঘন বলে নিন্দা করেছে। এই সংস্থা বলেছে, স্কুলে যাওয়ার বয়সী ৮০ শতাংশ আফগান মেয়েই এখন বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির বাইরে। ২.৫ মিলিয়ন মেয়ে নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও শিক্ষার সুবিধা সংক্রান্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। এটা তাদের একান্ত মানবিক অধিকার।

মাঠে গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত শিশুর, গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলো উত্তেজিত জনতা

জলপাইগুড়ি।সাত সকালে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক শিশুর। মৃত হয় শিশুর। চার চাকার মালবাহী গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক শিশুর। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি দেবিনগর বেসিক স্কুলের মাঠ সংলগ্ন এলাকায়। উত্তেজিত জনতা মালবাহী চার চাকার গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

জানা যায়, রবিবার সকালে দেবীনগর বেসিক স্কুলের মাঠে একটি মালবোঝাই চার চাকার গাড়ি চালানো শিখছিল। সেই সময় মাঠের পাশেই বাচ্চারা ছিল। সেই সময় আচমকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে মাঠের পাশে থাকা শিশুকে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।আঘাত গুরুতর হওয়ায় দ্রুত তাকে সেখান থেকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল ও কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। উত্তেজিত জনতা সেই মালবাহী গাড়িটিকে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ও দমকল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঠাকুর পঞ্চানন ভার্মার মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করার সময়, অনন্ত রাই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করেন

কোচবিহারঃ পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চ কোচবিহার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা জন্ম দিবস মহাসমারোহে পালিত হল। রবিবার কোচবিহার রাসমেলা মাঠ সংলগ্ন আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন অনন্ত রায় তিনি রাস মেলা মাঠ প্রাঙ্গনে হওয়া তৃণমূলের এই সভাকে ঘিরে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দেন। এদিন তিনি কটাক্ষ করে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভৎসনা করেন। এদিন অনন্ত বাবু তীব্র ভৎসনা করে বলেন কেন্দ্রীয় সরকার তপশিলি জাতি ও উপজাতির সংরক্ষিত সিট গুলি তুলে দিচ্ছে। এদিকে এদিকে রাজ্যের সরকার এই তিরোধান দিবস পালন করে তাদের আই ওয়াশ করে তাদের কাছে ভালো থাকবার চেষ্টা করছে তবে আগামী ২৪ এর নির্বাচনে তাদের এই ক্যারামতি কোনভাবেই কাজে আসবে না।

পানিট্যাঙ্কি বাজার থেকে বিপুল পরিমান মাদক সহ গ্রেফতার ২ নেপালের বাসিন্দা

শিলিগুড়ি ঃখড়িবাড়ি পানিট্যাঙ্কি বাজার থেকে বিপুল পরিমাণে মাদক সহ গ্রেফতার ২ নেপালের বাসিন্দা।খড়িবাড়ি ভারত - নেপাল সীমান্ত লাগোয়া পানিট্যাঙ্কির নিউ মেচি মার্কেটে খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ আটক ২ নেপালের বাসিন্দাকে গ্রেফতার করে। ধৃতরা হল প্রবীণ মাঝি(২১) ,গঙ্গা প্রসাদ মগর (২১) । ধৃত দুই জনেই নেপালের বিত্তামোড়ের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবর নেপাল নাম্বার একটি স্কুটি কে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ধৃতদের কাছ থেকে ২০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার, নেপালি প্রায় ৯ হাজার টাকা উদ্ধার হয় । ধৃতদের আটক করে খড়িবাড়ি থানার নিয়ে আসা হয়। আটক স্কুটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতদের আগামীকাল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

সুযোগ সন্ধানীভাবেই চোরের হানা, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে সমস্ত কিছু লুটপাট করে চোরেরা, মাথায় হাত গৃহস্থ বাড়ির

নদীয়া ঃ আবারো দুঃসাহসিক চুরি! সাত দিন না থাকার সুযোগে, ঘরের তালা ভেঙে কাঁসার বাসনপত্র, এলইডি টিভি সোনা রুপোর গহনা নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাইগাছি সেনপাড়া দু'নম্বর রামগোপাল সেন স্ট্রিটে।

সেখানকার বাসিন্দা শুক্লা ঘোষের স্বামী কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন, জামাই মারা যাওয়ার পর মেয়ে এবং দুই নাতনি নিয়ে তিনি এই বাড়িতেই থাকতেন। তিনি জানান, সম্প্রতি সাত দিনের জন্য তিনি বর্তমানে শ্বশুর বাড়িতে যান, আজ ফিরে এসে দেখেন বাইরে গ্রিলের দরজার এবং ঘরের দুই দরজার তালা ভাঙ্গা। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড নতুন একটি এলইডি টিভি উধাও! বক্স খাটের ভেতরে থাকা আনুমানিক ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকার কাঁসা পিতলের বাসনপত্র, বাচ্চাদের দেড় ভরি সোনার, এবং দু ভরি রুপার গহনা, সামান্য দু তিন হাজার টাকা দুটি আলমারির লকার ভেঙ্গে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ শান্তিপুর থানায় জানানোর পরেও রাত এগারোটা পর্যন্ত পুলিশ এসে পৌঁছায়নি। মেয়ে সুপ্রিয়া কুন্ডু জানান, বাড়ির পাশে দুটি বাগানে মধ্য রাত পর্যন্ত মদ জুয়ার আসর বসে,এর আগেও তার স্বামী বেঁচে থাকাকালীন মধ্যরাতে দরজায় কড়া নাড়া জানালা দিয়ে হাত বাড়ানো এ ধরনের দুষ্কর্ম চলত। তার ফলেই এই বাড়িতে থাকা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্শ্ববর্তী সোমা দেবনাথ জানান বেশ কিছুদিন আগে চুরি হয়, অপর এক প্রতিবেশী শান্তি লতা সাহা জানান, ৮ দিন আগে তার বাড়িতেও চোর এসেছিলো। কাউন্সিলরকে বলেও গলির শেষ প্রান্তে লাইট লাগানোর ব্যবস্থা হয়নি। আর সেই সুযোগেই হয়তো আজকের এই ঘটনা।

ফ্রিজ না দিতে পারায় বধূকে খুন, স্বামীর শশুর শাশুড়ির সহ গ্রেপ্তার পাঁচ

বসিরহাট ঃ বসিরহাটের বসিরহাট থানার ইটিন্ডা পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিতর গ্রামের ঘটনা। বাদুড়িয়া থানার নগরপুর গ্রামের বছর ২০এর আজমিরা ফিরদৌসীর সঙ্গে বিয়ে হয় বসিরহাট পানিতর গ্রামের বছর ২৪ এর শাহিনুর গাজীর। সে পেশায় দর্জি মিস্ত্রী। গত দু'বছর আগে বিয়ের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ দিয়েছিল আজমিরার পরিবার। নগদ ৫০ হাজার টাকা, সোনার গয়না ও আসবাবপত্র সহ একাধিক সামগ্রী দিয়েছিল বধূর পরিবার। কিন্তু ফ্রিজ দিতে পারিনি। এই নিয়ে দু'বছর ধরে তাদের মধ্যে বচসা গন্ডগোল মারধর শুরু হয়। এমনকি সালিশি সভা বসলেও কোন সমাধান সূত্র মেলেনি। গত ৬ মাস আগে তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়। তারপর পণের দাবিতে আরো মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাতে থাকে স্বামী, শাশুড়ি ও শ্বশুর সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা। আজমিরার পরিবার অত্যন্ত দুস্থ। অর্থ জোগাড় করে ফ্রিজ দিতে পারেনি বলে এই নিয়ে গন্ডগোল আরো বাড়তে শুরু করে। এদিন সেই গণ্ডগোল চরম আকার ধারন করে। মৃত বধূর মা ফরিদা বিবির অভিযোগ তার মেয়েকে শ্বাস রোধ করে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় বধূর স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ। ধৃতদের আজ বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হবে। মৃতের পরিবার অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

আমি খাবো না,খেতেও দেবো সতর্কবার্তা সভাধিপতির

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ তৃনমূলের উদ্যোগে খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে ষোলো সেপ্টেম্বর শনিবার বিকালে বীরভূম জেলাপরিষদের নবনির্বাচিত সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ সংর্বধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভাধিপতি বলেন, ১৯৯৩ সাল থেকে আমি এই দলটা করছি । দলটা করতে গিয়ে আমার পরিবারের তিনজন সদস্যকে হারিয়েছি । আগামীদিনে আমি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে যাবো । আমি নিজেও খাবো না কাউকে খেতেও দেবো না । রাজনীতি আমার নেশা,পেশা নয় । যারা রাজনীতি পেশা হিসেবে নেবেন তারা কেটে পড়ুন । বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, উনি তো আগেই খেয়েই বসে আছেন । বীরভূম জেলার এক শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে জেলাপরিষদকে হজ হাউস বানাতে চাইছেন । এতোদিন কেষ্ট মন্ডলের ভয়ে বসেছিল ।

বিজেপি সদস্যকে মুক্তির দাবিতে বিজেপির বিক্ষোভ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ পুরাতনগ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য উত্তম দাসকে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ আটক করেছে । উত্তমকে অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে রবিবার সকালে মহম্মদবাজার থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপি কমী সমর্থকেরা ।

হাসপাতালে ফল বিতরণ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর তিয়াতরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার সিউড়ি সদর হাসপাতালে হসপিটালের রোগীদের ফল তুলে দেওয়া হয় বিজেপির পক্ষ থেকে । বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা উপস্থিত ছিলেন । ধ্রুব সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে হাসপাতালে রোগীদের হাতে ফল তুলে দেওয়া হয় ।

তৃনমূলে যোগদান না করায় বিজেপি সদস্যকে আটক পুলিশের, মুক্তির দাবিতে বিজেপির বিক্ষোভ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃতৃনমূলে যোগদান না করায় মহম্মদবাজার ব্লকের পুরাতনগ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য উত্তম দাসকে মিথ্যা মামলায় মহম্মদবাজার থানার পুলিশ আটক করেছে বলে অভিযোগ বিজেপির । উত্তমকে অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে রবিবার সকালে মহম্মদবাজার থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপি কমী সমর্থকেরা । বসন্তপুর গ্রামের উত্তম দাস বিজেপির টিকিটে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয় । উত্তম দাসকে জল ট্যাঙকির কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল অভিযোগ বিজেপির । বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, পুলিশ তৃনমূলের দলদাসে পরিনত হয়েছে । অবিলম্বে উত্তম দাসকে মুক্তি না দেওয়া হলে আরো বৃহত্তর আঃেদালন করা হবে । এসপি সাহেবকে ফোন করেছিলাম তিনি বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন । মহম্মদবাজার ব্লক তৃনমূল কনভেনার কালীপ্রসাদ ব্যানাজী বলেন, পুরাতনগ্রাম পঞ্চায়েতে সাতেরো আসনের মধ্যে বারো আসনে জিতে আমরা প্রধান নির্বাচন করেছি । সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ । আমাদের পঞ্চায়েতসমিতি সদস্য সোমনাথ ঘোষকে হেনস্থা মারধর করে বিজেপির লোকজন তারই পরিপ্রেক্ষিতে সোমনাথ ঘোষ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে । তখন পুলিশ উত্তম দাসকে আটক করেছে । কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি আমার জানা নেই । ওটা এজেন্সির মাধ্যমে ঠিক হয় ।

তৃনমূল অঞ্চল সভাপতি এবং উপপ্রধানের নামে পোস্টার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ দুর্নীতির বিরুদ্ধে রবিবার সকালে দুবরাজপুর ব্লকের যশপুর গ্রামপঞ্চায়েতের পছিয়াড়া ও যশপুর গ্রামে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি মুন্সি মোজাম্মেল হক ওরফে কাঞ্চন এবং উপপ্রধান পরিমল সৌউয়ের নামে পোস্টার পড়েছে । অঞ্চল সভাপতি কাঞ্চনের নামে লেখা হয়েছে, একজন গাড়িচালক হয়ে আটবছরে গাড়ি,বাড়ি,জমি,জায়গা,খাস জমি নিজের নামে করা । আমবাগান কী করে হয় ? শুধুমাত্র স্বজনপোষণের জন্য দলের সংগঠন যে আপনার জন্য শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটা কী আপনার দুর্বলতা নয় ? বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, আমরা বারবার বলেছি তৃণমূল মানেই দুনীতি তৃণমূল মানেই চোর সেটাই প্রমানিত । গরীব মানুষের টাকা লুট করে বিষয় সম্পত্তি বাড়িয়েছে ।

পুরন্দরপুরে ধানবোঝাই গাড়ির সঙ্গে খড়বোঝাই গাড়ির সংঘর্ষে মৃত দুই

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃরবিবার রাতে পুরন্দরপুর বেহিরা কালীমন্দিরের কাছে বোলপুরগামী ধানবোঝাই গাড়ির সঙ্গে সিউড়িগামী খড়বোঝাই গাড়ির সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মারা যায় দুইজন জখম হয় সাতজন । স্থানীয় বাসিন্দারা জখমদের উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায় চিকিৎসার জন্য । স্থানীয় বাসিন্দা বীরু দাস বলেন, দুইজন গাড়ীর নীচে ঢুকে গিয়েছিল । জেসিবি ডাকি পুলিশ আসে । দমকল এবং সিউড়ি থানার পুলিশ আসে ।

পৌরসভার বিশ্বকর্মা পুজো উদ্বোধনে সভাধিপতি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সোমবার সিউড়ি পৌরসভার বিশ্বকর্মা পুজোর উদ্বোধন করলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ । পৌরসভা কর্মচারী ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক আশীষ দে,সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন । বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার । সবাইকে মনে নিয়ে চলবো । সিউড়ি শহরকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবো । বহিস্কৃত নেতা আমার সঙ্গে আছে কিনা জানা নেই । কারন বহিস্কৃত নেতাদের লিস্ট আমার কাছে নেই ।

বিজেপি যুব মোর্চা মন্ডল সভাপতিকে কোপাহত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ মোবাইল মেরামত করে বাড়ী ফেরার পথে রবিবার রাতে তপন ও সুরকুলা গ্রামের ভোল্লা ক্যানেলের কাছে বিজেপি যুবমোর্চা হাঁসন দুই নং মন্ডল সভাপতি সুজিত হালদারকে কোপানোর অভিযোগ উঠে তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । আশঙ্কাজনক অবস্থায় রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । হাসপাতালের বেডে শুয়ে সুজিত হালদার বলেন, বিজেপির পোস্ট করি বলে ছুরি,বেলড দিয়ে তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা আমার উপর হামলা চালায় । ফেসবুকে তৃনমূল জিন্দাবাদ লিখতে হবে । তৃনমূল জিন্দাবাদ লিখতে চেয়েছিল কিন্তু আমি মোবাইল কেড়ে নিয়েছিলাম । তৃণমূল জেলা সহসভাপতি মলয় মুখ্যাজী বলেন, বিজেপির বানানো গল্প । এটা পারিবারিক ঘটনা রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয় । বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, অত্যনত বেদানাদায়ক ঘটনা মানুষের গনতন্ত্র নেই । দোষীদের গ্রেপ্তার না করা হলে বুধবার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অফিসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হবে ।

উদ্ধার অবৈধ বালিবোঝাই গ্রেপ্তার এক চালক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ মা মাটি মানুষ ˉ যাত্রা গ্রাম থেকে অবৈধ বালিবোঝাই দুটো ট্রাক্টর উদ্ধার করলো সদাইপুর থানার পুলিশ । একজন চালক পুলিশ দেখে পালিয়ে যায় । একজন চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । ধৃতের নাম ফাইজুল হক বাড়ী ভগীরথপুর গ্রামে । ধৃতকে সোমবার সিউড়ি আদালতে তোলা হয় ।

সাইগালের জায়গা নিয়েছে কাজলের ভাগ্না বাপ্পা পরিনতি কিন্তু একই হবে হুঁশিয়ারি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বীরভূম সাংগাঠনিক জেলা বিজেপি উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকালে সিউড়ি ইনডোর স্টেডিয়ামে পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এখন বলছে ভাইপো বাইরে যাদের কাজ তাদের করতে দিন । নিজের এলাকা জিততে হবে । আমার এলাকা একেবারে তোলামুল মুক্ত করেছি । আমার অন্যরকম বক্তব্য দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মাইক দেওয়া আছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৃনমূলের লোকজন শুনছে । এবার কার পালা ? ˉ নতুন বোতল পুরানো মগ ˉ কেষ্ট গিয়েছে কাজল এসেছে । সাইগলের জায়গা নিয়েছে কাজলের ভাগ্না বাপ্পা পরিনতি কিন্তু একই হবে । আমরা বীরভূমকে মা তারার নামে পরিচিত করতে চাই । মানুষের পঞ্চায়েত গড়তে হবে । প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতে বিরোধী দলনেতা তৈরি করতে হবে । লাগাতার জনসংযোগ করতে হবে । এবার আর ইভিএম খেতে পারবে না । আলির জায়গা নিয়েছে তাপাই বিশ্বাস বলে একটা পুলিশ মমতার পুলিশ । তাপাই বিশ্বাস পৌঁছে গিয়েছে তৃনমূলে আসুন এক কোটি টাকা করে দেবো বলে । তৃণমূল থাকবে না যেদিন ভাইপো যাবে কেষ্টর সাথে সেইদিন বুঝবেন তৃণমূল নাই তৃণমূল ফাঁকা হয়ে গিয়েছে । বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়,বিধায়ক অনুপ সাহা,কেন্দ্রীয় নেত্রী মফুজা খাতুন সহ বিজেপি নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন ।

পৃথক রাজ্যের দাবিতে ফের একবার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন কেএলও নেতা জীবনসিং

কোচবিহার ঃ পৃথক রাজ্যের দাবিতে ফের একবার আঃেদালনের হুঁশিয়ারি দিলেন কেএলও নেতা জীবনসিং।কামতাপুরি মানুষদের বঞ্চনার উপর ভারত সরকারের বঞ্চনার কথা তুলে ধরে একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেছেন কেএলও নেতা জীবনসিং। সেই ভিডিও বার্তা বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। জীবন সিং তার ভিডিও বার্তায় গ্রেটার কোচবিহার বা কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি তার ভিডিও বার্তায় বলেন, পাঞ্জাবিদের জন্য যদি আলাদা রাজ্য হতে পারে, বিহারীদের জন্য যদি আলাদা হতে পারে, বাঙালিদের জন্য যদি আলাদা রাজ্য হতে পারে তাহলে কামতাপুরী মানুষদের জন্য আলাদা রাজ্য হবে না কেন। ভারত সরকারের সঙ্গে কোচবিহারের রাজার এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী কোচবিহার একটি 'গ' শ্রেণীর রাজ্য। কামতাপুরের মানুষ বা গ্রেটার কোচবিহারের মানুষ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি বলেন ভারত স্বাধীন হওয়ার ৭৬ বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই মানুষগুলোর সঙ্গে বঞ্চনা করছে।বাঙালিদের বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে, পাঞ্জাবিদের পাঞ্জাবি ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। তাহলে কামতাপুরীরা কি অপরাধ করেছে? জীবন সিং এর এই ভিডিও বার্তায় ফের একবার কোচবিহারে পৃথক রাজ্যের ইস্যুকে উসকে দেওয়ায় বর্তমানে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সামনে লোকসভা নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই জীবন সিং এর এই ভিডিও বার্তা বলে জল্পনা রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, জীবন সিং বরাবরই বিজেপির মাউথপিস হয়ে কথা বলছে। ধুপগুড়ি উপনির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের পর একটি অস্থিরতা তৈরি করতে পুনরায় এই পৃথক রাজ্যের ইসুকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে জীবন সিং এর মাধ্যমে। বিজেপি জীবন সিংয়ের মতো লোকদের নিয়ে যত বেশি এই ধরনের কাজ করবে তাদের তত বেশি ভরাডুবি হবে। জীবনসিং কি বলল কি না বলল তা নিয়ে মানুষ ভাবিতো নয়। মানুষ উন্নয়ন চায় তাই মানুষ উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে রয়েছে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের নিয়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আযা়েজন করল শিলিগুড়ির এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

শিলিগুড়ি ঃ বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের নিয়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আযা়েজন করল শিলিগুড়ির এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বিশেষ ভাবে চাহিদা সম্পন্ন এবং দুঃস্থ গরীব মানুষদের জন্য এই শিবিরের আযা়েজন করা হয়েছে আজ।আজ শিলিগুড়ির সুভাষ পল্লীতে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অফিসেই বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আযা়েজন করা হয়। মূলত যারা বিশেষভাবে চাহিদা সম্পন্ন তারাই আসেন চোখ দেখাতে। পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা প্রযা়েজন অনুযায়ী চশমার পাওয়ার লিখে দিয়েছেন। আবার বযা়োসার্ধের কারণে অনেকের চোখেই ছানি পড়েছে। তাদের শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্সের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে, যাতে একেবারে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করাতে পারেন। এই নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার প্রদীপ বাবু বলেন, তারা মূলত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন দের নিয়েই কাজ করেন। কাজ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন অনেকেরই চোখে সমস্যা। অথচ চিকিৎসা করাতে পারছেন না, তাদের কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ। যেখানে ওতোপ্রতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স আই হসপিটাল

আসন্ন উৎসবের মরশুমে আতশবাজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন

কোচবিহার ঃ আসন্ন উৎসবের মরশুমে আতশবাজি নিয়ে যাতে কোনরকম কোন দুর্ঘটনা না ঘটে এই বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আযা়েজন করেছে কোচবিহার জেলা প্রশাসন।শনিবার কোচবিহার লেন্স ডাউন হলে এই কর্মশালার সূচনা করেন কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান। তিনি বলেন, সম্প্রতি আতশবাজি নিয়ে রাজ্যে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু দুর্ঘটনা প্রশাসনকে নাড়া দিয়েছে।তাই রাজ্য সরকারের নির্দেশে আসন্ন উৎসবের মৌসুম দুর্গাপূজো, কালী পূজো,রাস মেলা, এবং ছট পূজা তে অনলাইনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আতশবাজি তৈরি এবং মজুদ রাখার অনুমতি দেবে জেলা প্রশাসন। প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে ৬০০ কেজির বেশি আতশবাজি মজুত রাখা যাবে না। জেলাশাসক জানান, আজকের এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কোচবিহারের পাঁচটি মহকুমার মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, জেলা পুলিশ আধিকারিক সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত রয়েছেন। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত আরো একটি প্রশিক্ষণ সোমবার দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

বেহাল অবস্থা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের, হেলদোল নেই প্রশাসনের

উত্তর দিনাজপুর ঃ বেহাল অবস্থা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের, হেলদোল নেই প্রশাসনের। এমনই চিত্র ধরা পড়লো উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া দলুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। জানা যায় প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গেটেই এক হাঁটু জল জমে বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সমস্যায় পড়তে হচ্ছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসা রোগীদের। রোগীরা জল জমা দেখে আবার ঘুরে চলে যাচ্ছেন। এই ছবি দেখা যাচ্ছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া দলুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। তবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিক সূত্রে জানা গেছে তারা উর্ধ্বতন কতৃপক্ষ কে বিষয়টি জানিয়েছেন, খুব দ্রুত সমস্যা সমাধান চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

শীঘ্রই রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টার এবং জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে রেলওয়ে বিভাগ

শিলিগুড়ি ঃ রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টার এবং জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান কাটিহার ডিভিশনের এডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। সম্প্রতি রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলিতে অপরাধ ও অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এতে অতিস্ট শহরবাসীর একাংশ। এমনকি একই অভিযোগ তুলেছে শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মেয়র গৌতম দেবও। তাই এবার রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলিকে এজেন্সির মাধ্যমে ঠিকাদারদের বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং পুরোনো কোয়ার্টার ভেঙে সেই জায়গায় নতুন কোয়ার্টার তৈরি করা হবে বলে জানান এডিআরএম। পাশাপাশি শহরের অনেক জায়গায় রেলের জমি জবরদখল হয়ে গিয়েছে। সেইসব জমি থেকে জবরদখল মুক্ত করতে রাজ্য সরকার, জেলা পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

আজকের দিনটি

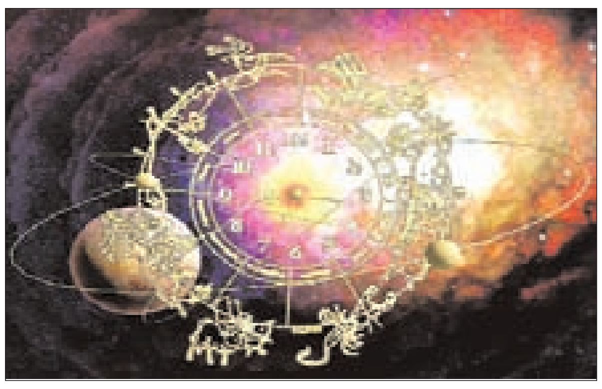

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বিএনপির ১৫ দিনের কর্মসূচি শুরু, আওয়ামী লীগও থাকছে মাঠে

ঢাকা ঃ ঢাকার পাশে টঙ্গী ও কেরানীগঞ্জে সমাবেশের মধ্য দিয়ে সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে টানা ১৫ দিনের কর্মসূচি শুরু করেছে বিএনপি।

বিএনপি নেতারা বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে দাবি না মানলে আওয়ামী লীগ অতীতে যেমন অবরোধ, ঘেরাও ও হরতাল দিয়ে আঃদোলন করেছে তারাও সেভাবে করবেন।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগও বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণার পরদিন মঙ্গলবার টানা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। আওয়ামী লীগ নেতাদের কথা, এটা তাদের কোনো পাল্টা কর্মসূচি নয়। তাদের এই কর্মসূচি নির্বাচনমুখী এবং নির্বাচন পর্যন্ত চলবে।

বিএনপির ১৫ দিনের কর্মসূচি ৩ অক্টোবর শেষ হবে। ওই দিনই তারা নতুন কর্মসূচি দেবে। মঙ্গলবার টঙ্গী ও কেরানীগঞ্জের সমাবেশ ছাড়া বিএনপি ২১ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ বিভাগের কিশোরগঞ্জের ভৈরব থেকে সিলেট পর্যন্ত রোডমার্চ, ২২ সেপ্টেম্বর ঢাকার যাত্রাবাড়ী ও উত্তরায় দুটি সমাবেশে এবং একই দিনে বাদ জুমা খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় সারা দেশের জেলা, মহানগর, উপজেলা, পৌর ওয়ার্ড ও ইউনিয়নে দোয়া মাহফিলের কর্মসূচি দিয়েছে।

২৩ সেপ্টেম্বর বরিশাল বিভাগে রোড মার্চ, ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার রায়ের বাজার ও আমীন বাজারে দুটি সমাবেশ, ২৬ সেপ্টেম্বর খুলনা বিভাগে রোডমার্চ এবং একই দিনে ঢাকায় পেশাজীবীদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার গাবতলী ও নারায়ণগঞ্জে ফতুল্লায় সমাবেশ, ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় মহিলা দলের সমাবেশ, ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় শ্রমজীবীদের সমাবেশ, ১ অক্টোবর ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জ রোডমার্চ, ২ অক্টোবর ঢাকায় কৃষক সমাবেশ ও ৩ অক্টোবর কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামে বিএনপির রোডমার্চ ।

কর্মসূচির কিছু কিছু যুগপৎ কর্মসূচি হিসেবে পালন করবে বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে শরিক ৩৭টি দল। প্রত্যেক দলের নিজস্ব কর্মসূচির কথা জানান, যুগপৎ আন্দোলনের শরিক বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। তিনি বলেন, আমরা সমাবেশগুলো এক সঙ্গেই করছি। তবে রোর্ড মার্চ করছিনা। এর পরিবর্তে আমরা আলাদাভাবে নানা কর্মসূচি দিয়েছি।

তবে ৩ অক্টোবরের পর থেকে সব কর্মসূচিই যুগপৎ হবে জানিয়ে তিনি বলেন,অক্টোবরেই আমাদের আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে নিতে হবে। ওই সময়ের মধ্যেই সরকারকে বিদায় করতে হবে। নভেম্বর মাসে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাই তার আগেই আমাদের যা করার করতে হবে।

৩ অক্টোবরের পর আন্দোলনের ধরন কেমন হতে পারে জানতে চাইলে তিনি বলেন,ঘেরাও, অবরোধসহ সব কর্মসূচিই দেয়া হবে। হরতালও আমাদের চিন্তার বাইরে নেই। তবে আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে চাইছি।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাজপথে যদি কোনো সংঘাত হয় তাহলে তা সরকার ও সরকারের দলের কারণে হবে। আমাদের দিক থেকে কোনো আশঙ্কা নাই।

তিরি আরো বলেন,আওয়ামী লীগ তো এখন বিরোধী দলের লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। আমরা কর্মসূচি দিলে তারাও পাল্টা কর্মসূচি দেয়।

বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, আওয়ামী লীগ যদি আমাদের ওপর আক্রমণ করতে আসে আমরা কি বসে থাকব? আমরা বসে থাকব না। আমরাও তাদের প্রতিহত করব। তাতে যদি সংঘাত হয়, হবে। আর শান্তিপূর্ণভাবে কোনো দাবি আদায় হয় না।

তার কথা,এই ১৫ দিনের কর্মসূচিতে আশা করি সরকার আমাদের দাবী মেনে নেবে। যদি মেনে না নেয় তাহলে অতীতে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়কের দাবি আদায় করতে যা যা করছে আমরা তাই করব। তারা যেভাবে আন্দোলন করছে আমরাও সেভাবেই আন্দোলন করব। তাতে হরতাল, অবরোধ , ঘেরাও যা করার দরকার আমরা তাই করব।

এদিকে সোমবার বিএনপি কর্মসূচি ঘোষণা পরদিন মঙ্গলবার শাসক দল আওয়ামী লীগও টানা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। তাদের কর্মসূচির মধ্যে আছে, ২৩ সেপ্টেম্বর দুপুরের পর ঢাকার বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সমাবেশ। ২৫ সেপ্টেম্বর একই সময়ে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ উত্তরায়, দক্ষিণ আওয়ামী লীগ যাত্রাবাড়ীতে সমাবেশ করবে। ২৭ সেপ্টেম্বর টঙ্গীতে সমাবেশ করবে গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগ।

একই দিন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ রাজধানীর কাফরুলে সমাবেশ করবে। ২৮ সেপ্টেম্বর পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে বাদ আসর দোয়া ও মিলাদ মাহফিল সারাদেশে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন (২৮ সেপ্টেম্বর) উপলক্ষে ২৯ সেপ্টেম্বর বেলা ৩টায় রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ সেপ্টেম্বর বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে কৃষক লীগের উদ্যোগে কৃষক সমাবেশ । ৪ অক্টোবর চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এর বাইরেও আরো কর্মসূচি থাকবে বলে আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মেনে জানানো হয়। নেতারা বলেন, নিয়মিত শান্তি সমাবেশ তো সারাদেশে চলছেই।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন,বিএনপি তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করবে সেটা তাদের ব্যাপার। তারা কীভাবে পালন করবে সেটা তাদের সিদ্ধান্ত। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই। আমারা বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দল নির্ভয়ে নিঃসংকোচে তাদের কর্মসূচি পালন করতে পারে। কোনো বাধা ছাড়াই সব কর্মসূচি পালন করতে পারবে। তারা তো মাঠে, ঘাটে, সভাসমাবেশে, টেলিভিশনে সবখানে সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে। কেউ তো তাদের বাধা দিচ্ছে না। তার কথা,কিন্তু এই রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে তারা যদি জ্বালাও পোড়াও করে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে, মানুষের সম্পদ ও জীবন ধ্বংস করে তাহলে কিন্তু সরকার কঠোর হবে। রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনে সরকার যেমন বাধা দেবে না, তেমনি মানুষের জীবন ও সম্পদ নষ্ট করতেও দেবে না সরকার।

তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমাদের কর্মসূচি বিএনপির কোনো পাল্টা কর্মসূচি নয়। আমাদের কর্মসূচি নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনমুখী এবং এটা নির্বাচন পর্যন্ত চলবে। আমরা কর্মসূচি দিয়েছি সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ মানুষের কাছে তুলে ধরতে। আগামী নির্বাচন যেন শান্তিপূর্ণ হয়, সাধারণ মানুষ যাতে ভোট দেয় সেজন্য আমরা কর্মসূচি দিয়েছি।

কানে টিনিটাসের কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন

প্যারিস ঃ মানুষের শরীরের কিছু সমস্যার উৎস মনের কঠিন অবস্থা। সব সময়ে কানে শব্দ হতে থাকলে তার কারণ অস্বাভাবিক ও লাগাতার স্ট্রেসও হতে পারে। তাই কারো টিনিটাস রোগের উৎস খুঁজতে বিশেষজ্ঞরা শরীরের বাইরের সমস্যারও সন্ধান করেন।

স্টেফানি ফ্রেনৎসেলের কাছে নীরবতা ধরাছোঁয়ার বাইরে। ৪২ বছর বয়সি এই নারী টিনিটাসে ভুগছেন। সব সময়ে কানের মধ্যে শিসের মতো শব্দ শুনতে হয়। স্টেফানি বলেন, ''আমার দৈনন্দিন জীবনে এটা স্থায়ী অবস্থা। সকালে উঠে তৈরি হয়ে, সন্তানদের দিনের জন্য প্রস্তুত করার সময় আমি শব্দটা তেমন টের পাই না। দ্রুত রেডিও চালিয়ে দিলেই হলো। সারাদিন কাজের সময়েও কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু মূলত সন্ধ্যাবেলায় যখন একটু শান্ত হই, যখন সন্তানরা শুয়ে পড়ে, নীরবতা বিরাজ করে এবং রাতে ঘুমানোর সময় শব্দটা আবার ফিরে আসে।'' আচমকা এমন সমস্যার উৎসের একটা ব্যাখ্যা দিতে পারেন স্টেফানি। জোরালো মানসিক ধাক্কাই এই রোগের জন্য দায়ী। সেই অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেন, ''গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আমার স্বামী মারা গেলেন। তার পাঁচ মাস পর আমার শ্বশুরও চলে গেলেন। তারপর খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু, যে আমাকে জিনিসপত্র গোছাতে খুব সাহায্য করেছিলো, সে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলো ও তারপর আত্মহত্যা করলো। তারপর বছরের শেষে আমার বোনের স্তনের ক্যানসার ধরা পড়লো। তখন সব মিলিয়ে আমি আর নিতে পারছিলাম না।'' ক্রনিক টিনিটাস কানের মধ্যে স্থায়ী শব্দ সৃষ্টি করে। প্রত্যেকের জন্য সেই অনুভূতি ভিন্ন। মনে রাখতে হবে, শব্দ শোনা শুধু কানের যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। সেন্সরি হেয়ার সেল শব্দ তরঙ্গকে নার্ভ ইম্পাল্স রূপান্তরিত করে। কিন্তু মস্তিস্কই সেই বৈদ্যুতিক ইম্পাল্সকে অর্থবহ করে তোলে। সেগুলি কি জরুরি না গুরুত্বহীন? মনোরম না অপ্রীতিকর? অডিটারি স্টিমিউলাস ও মস্তিষ্কের মধ্যে এই মিথষ্ক্রিয়ার কারণে টিনিটাস দেখা দিতে পারে। মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা বা ভয়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়।

বিকট শব্দে কানের ক্ষতিও টিনিটাসের কারণ হতে পারে। কারণ, তখন মস্তিষ্ক এমন ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জের অভাব কয়েক গুণ জোরালো করে তোলে, মস্তিষ্কে যার মাত্রাতিরিক্ত অনুপাত রয়েছে। এর পরিণতি হিসেবে টিনিটাস দেখা যায়। মাথার মধ্যে স্থায়ী শব্দ দূর না হওয়ায় দুই সন্তানের মা সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করলেন। মনে টিনিটাসের সন্দেহ হওয়ায় তিনি ড. উসো ভাল্টারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেন। চেকআপের সময়ে ড. ভাল্টার তাঁর কোনো শারীরিক পরিবর্তন এসেছে কিনা, সেটা পরীক্ষা করে দেখছেন। স্টেফানি জানালেন, আগের থেকে ভালো বোধ কলেও স্ট্রেস হলেই শব্দের জোর বাড়ছে।

দুই দিনের মধ্যে কানের শব্দ দূর না হলে অবশ্যই ইএনটি বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া উচিত। তিনি ইনার ইয়ারে কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা করেন এবং কানের শব্দের উৎস খোঁজার চেষ্টা করেন। কানের রোগ থেকে শুরু করে স্ট্রেসের মতো অনেক কারণ থাকতে পারে। কখনো হিয়ারিং এইড, কখনো বিহেভিয়ারাল থেরাপিও শব্দ দূর করতে সাহায্য করতে পারে।

কারণ প্রায়ই কোনো শারীরিক উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্রনিক টিটিনাস পুরোপুরি দূর হয় না। রোগীদের সেই সমস্যা সামলানোর কৌশল শিখতে হয়। ইএনটি বিশেষজ্ঞ হিসেবে ড. উসো ভাল্টার বলেন, ''কারো সেই অনুভূতি হচ্ছে কিনা, অর্থাৎ, শব্দ শুনছেন কিনা, সেটা বিরক্ত করছে কিনা, সবটাই মনের মধ্যে ঘটে। সে কারণে টিনিটাসের চিকিৎসা ঠিক কানকে কেন্দ্র করে হয় না। এটা কোনো নির্দিষ্ট রোগ নয়, বরং স্ট্রেস সামলানো ও স্ট্রেস সিস্টেম তথা আমাদের আবেগের প্রণালীর উপর ভিত্তি করে এই সমস্যা দেখা যায়।'' স্টেফানিও টিনিটাস সামাল দেবার নিজস্ব এক সমাধানসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। তিনি নিয়মিত মেডিটেশন বা ধ্যান করছেন। প্রায় ১০ মাস ধরে সেটা তাঁকে সাহায্য করছে। তিনি বলেন, ''সন্ধ্যাবেলায় টিনিটাসের শব্দ বেড়ে যাবার কারণে আমি বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে মেডিটেশন শুরু করেছিলাম। তাঁর কথা শুনে আমি নিজের শোবার ভঙ্গি ও সাপোর্ট পয়েন্ট ভালো করে বুঝে নিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি মনোযোগ দেই। এভাবে আমি শব্দ থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে পারি।'' টিনিটাস থেকে আদৌ কখনো মুক্তি পাবেন কিনা, স্টেফানি ফ্রেনৎসেল তা জানেন না। তবে তিনি কানের শব্দ সামাল দিতে শিখে গেছেন। শব্দ থাকলেও আগের মতো আর তত বিরক্ত করে না।

ক্যানাডা ভারত কূটনৈতিক বিরোধের ফল কী হবে?

গৌতম হোড়

নয়াদিল্লি ঃ ভারত ও ক্যানাডার এই কূটনৈতিক সংঘাতের প্রতিক্রিয়া কী হবে? এর প্রভাব বাণিজ্যে কতটা পড়বে'? কেন এই অবস্থা হলো?

ভারত ও ক্যানাডার সম্পর্কে ভালো রকম চিড় ধরেছে। ক্যানাডা যেভাবে একজন ভারতীয় কূটনীতিককেবহিস্কার করার পর ভারতও পাল্টা ব্যবস্থা নিয়ে ক্যানাডার এক কূটনীতিককে পাঁচদিনের মধ্যে দেশে চলে যেতে বলেছ,, তার থেকেই এই চিড় স্পষ্ট। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই বিরোধ খুব তাড়াতাড়ি মিটবে না। কারণ, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুই দেশের রাজনীতিও।

ভারত ও ক্যানাডার সম্পর্কের মধ্যে সবকিছু যে মসৃনভাবে চলছে না, তা কিছুদিন ধরে টের পাওয়া যাচ্ছিল। বিশেষ করে জি২০'র পর তা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। সেখানে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়নি। কেবল দশ মিনিটের আলোচনা করেন ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেও রীতিমতো কড়া বাক্যবিনিময় হয়েছে। এরপর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা স্থগিত করে দিয়েছে ক্যানাডা। তারপর এসেছে এই কূটনীতিককে অভিযুক্ত করে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত। ফলে সবদিক থেকে সমস্যা বেড়েছে।

কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে?

ভারত ও ক্যানাডার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে খুবই ভালো বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, যে জায়গায় এখন এই সম্পর্ক পৌঁছে গেল, তার প্রভাব দুই দেশের বাণিজ্যতে পড়তে পারে।

সাবেক আইপিএস অফিসার ও সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ শান্তনু মুখোপাধ্যায়য় ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''ক্যানাডা যেভাবে ভারতীয় কূটনীতিককে বের করে দিলো, তাতে বোঝা যাচ্ছে, দুই দেশের সম্পর্ক এখন কতটা খারাপ।'' তার মতে, ''আমাদের কড়া নীতি নিয়ে চলতে হবে। তাতে যদি দুই দেশের বাণিজ্যসম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় তো হবে। আমাদের কিছু করার নেই। একটা কথা বুঝতে হবে, ক্যানাডা যা করেছে, তা করে ভালো সম্পর্ক রাখা যায় না।''

প্রবীণ সাংবাদিক ও কূটনীতি বিশেষজ্ঞ প্রণয়. শর্মা ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''সব দেশই এখন ভারতের বাজারকে ধরতে চাইছে। কারণ, ভারত অর্থনীতির দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। তারপরেও ট্রুডো ভারতের সঙ্গে ফ্রি ট্রেড চুক্তি নিয়ে আলোচনা স্থগিত করে রেখেছেন। এখন এটাই কাম্য যে, দুই দেশ সমস্যা কাটিয়ে আবার বন্ধুত্বের পথে চলুক।''

উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের মাইকেল কুগেলম্যান এএনআইকে বলেছেন, ''আমি রীতিমতো অবাক হয়েছি। ভারতের সঙ্গে ক্যানাডার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, সেখানে কূটনৈতিক সম্পর্কের এই জটিলতা অবাক করার মতো।''

২০২২ সালে ভারত ও ক্যানাডার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১০ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার। ভারত ছয় দশমিক চার বিলিয়ন ডলারের জিনিস পাঠিয়েছে, আর ক্যানাডার জিনিস ভারতে এসেছে চার দশমিক এক বিলিয়ান ডলারের।

এছাড়া ক্যানাডার পেনশন ফান্ড এবং অন্টারিও টিচার্স পেনশন প্ল্যান ভারতের বাজারে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে।

ভারতে ক্যানাডার ছয়শটি কোম্পানি আছে। তাছাড়া ক্যানাডার এক হাজার কোম্পানি ভারতের বাজারে বাণিজ্য করে। ফলে এই সংঘাতের প্রভাব বাণিজ্যে পড়লে দুই দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুজনকেই কিছুদিনের মধ্যে নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে। মোদীকে প্রথমে আগামী বছরের এপ্রিল মে নাগাদ। আর ট্রুডোকে ২০২৫ সালে। এই যে কূটনৈতিক লড়াই, তার পিছনে কি রাজনীতিও রয়েছে?

শান্তনু মুখোপাধ্যায় সোজাসাপটা বলেছেন, ''রাজনীতি তো আছেই। নাহলে এটা কেন হবে? ট্রুডোর মধ্যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিপক্কতা দেখতে পাচ্ছি না। খুবই অপেশাদারের মতো কাজ করেছেন ট্রুডো। এর মদ্যে নিশ্চয়ই ওদের অভ্যন্তরীণ বিষয় আছে। সেখানকার রাজনীতি আছে। কিন্তু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি বলতে পারি, তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে খেলছেন। নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য এটা করছেন।''

প্রণয় শর্মা জানিয়েছেন, ''শেষ যে সমীক্ষার ফলাফল এসেছে, তাতে দেখা গেছে, ট্রুডো প্রধান বিরোধী রক্ষণশীল দলের থেকে অনেকটা পিছিয়ে। তাদের জনপ্রিয়তা ৪০ এর ঘরে, ট্রুডোর ২০'র ঘরে। ট্রুডোকে ২০২৫ সালে নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে। সেজন্য সম্ভবত তিনি এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে চান না, যাতে তার মূল ভোটে কোনো প্রভাব পড়ে।''

প্রণয় মনে করেন, ''শিখদের প্রতি ট্রুডোর দুর্বলতার কারণ, তারা তার ভোটব্যাঙ্কের বড় অংশ। এর আগেও তিনি বৈশোখী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। সেখানে একবারের জন্যও ভারতীয় বিমান কনিষ্ক ধ্বংস নিয়ে একটা কথাও বলেননি। অথচ এই দুর্ঘটনায়য় ক্যানাডার মানুষই মারা গিয়েছিলেন। এর জন্য ক্যানাডায় ট্রুডো সমালোচিত হয়েছিলেন।''

কুগেলম্যান বলেছেন, ''কিছুটা রাজনীতি থাকতেই পারে। তবে শুধু রাজনীতির জন্য ট্রুডো এই জায়গায় যাবেন বলে মনে হয় না।''

দ্য ক্যারাভ্য়ান পত্রিকার সম্পাদক হরতোষ বাল আল জাজিরাকে বলেছেন, ''খালিস্তানের বিষয়টি মোদী ও বিজেপি'কে ঘরোয়া রাজনীতিতে সাহায্য করে। কারণ, তারা দেশের নিরাপত্তার সামনে বিপদ নিয়ে প্রচার করে।'' তার দাবি, ''গত কয়েক দশক ধরে খালিস্তানি আন্দোলন দেখা যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও বারবার এনিয়ে হইচই হয়।''

প্রণয় বলেছেন, ট্রুডো আগেও এরকম কাজ করেছেন। ২০১৬ সালে চীনে গিয়ে সেখানে মানবাধিকার নিয়ে প্রবল সমালোচনা করে দুই দেশের সম্পর্ক জটিল করে দিয়েছিলেন। এরপর জার্মানিরও সমালোচনা করে জটিলতা বাড়িয়েছেন।

ক্যানাডা বলছে, এটা তাদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। ট্রুডো বলেছেন, ''ভারতের প্রধান গোয়েন্দা ও সুরক্ষা অফিসারদের নিয়ে আমরা রীতিমতো চিন্তিত। আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে স্পষ্টভাবে এই চিন্তার কথা জানিয়েছি। ক্যানাডার মাটিতে, ক্যানাডার কোনো নাগরিককে হত্যার সঙ্গে যদি কোনো বিদেশি শক্তি জড়িত থাকে, তাহলে তা সার্বভৌমত্ব লংঘন করার ঘটনা। এটা মানা যায় না।''

শান্তনু মুখোপাধ্য়ায়ের বক্তব্য, ''তারা উন্নত দেশ। প্রযুক্তির দিক থেকে এগিয়ে। তারা খোঁজ নিক। হঠাৎ বলা যে ভারত মেরেছে, এটা মেনে নেয়া যায় না। তোমাদের এত ভালো নিরাপত্তা ও তদন্তের ব্যবস্থা আছে। তারপরেও তো কনিষ্ক বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে তোমরা ব্যর্থ হলে, আরো নানা বিষয়ে ব্যর্থ হলে, আর এক্ষেত্রে কোনো প্রমাণ না দিয়ে বলে দেয়া হলো, ভারত দায়ী। সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি এটা মেনে নিতে পারি না।''

র'এর নাম টেনে আনার প্রসঙ্গে তার মত হলো, ''বোঝা যাচ্ছে, সম্পর্ক কত খারাপ হয়ে গেছে। ওরা কতটা ডেসপ্যারেট। তোমার দেশে একজন মারা গেল। ভারত তো ক্যানাডা থেকে কতদূরে। আমাদের উপর দায় চাপিয়ে দিলে। এর পাল্টা পদক্ষেপ ভারতও নেবে, এটাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশও যথেষ্ট শক্তিশালী।''

প্রণয়ের বক্তব্য, ''ভারতঅনেকদিন থেকে ক্যানাডায় খালিস্তানি তৎপরতার কথা বলছে। ক্যানাডা তা নিয়ে কিছু করেনি। ওরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলছে। ইউরোপের অনেক দেশ আগে এই কথা বলত। এখন ফ্রান্সসহ অনেকে তাদের মত বদলাচ্ছে। তারা এখন অনেক কড়া আইন এনেছে।''

প্রণয় জানিয়েছেন, ''অনেক দেশ আইন করে বলেছে, সন্ত্রাসবাদকে গ্লোরিফাই করা হলে, সেটাকেও অপরাধ। কিন্তু ক্যানাডা এই বিষয়ে উদাসীন। কিছুদিন আগে খালিস্তানপন্থিরা ক্যানাডায় একটা ট্যাবলো বের করে। সেখানে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকারীদের গ্লোরিফাই করা হয়েছিল।''

প্রণয় বলেছেন, ''যখন গোয়েন্দাদের দূতাবাসে পোস্টিং করা হয়, তখন অন্য দেশ সেটা জানে। আমরাও জানি, অন্য দেশের দূতাবাসে তাদের কোন গোয়েন্দা অফিসার আছে। কিন্তু সচরাচর তা জনসমক্ষে আনা হয় না।''

ক্যানাডায় ভারতীয়দের উপর প্রভাব?

ক্যানাডার মোট জনসংখ্যা হলো তিন কোটি ৮২ লাখ। তার মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা পাঁচ শতাংশের সামান্য বেশি। ১৮ লাখের মতো ভারতীয় সেখানে আছেন। তার মধ্যে শিখদের সংখ্যা আট লাখের মতো। ভারতের পরেই ক্যানাডাতে সবচেয়ে বেশি শিখ বসবাস করেন।

প্রণয় শর্মার মতে, ''এই ধরনের টেনশন বাড়লে, কোথাও না কোথাও তো তা মানুষের মধ্যে্য় গিয়ে পড়ে। তারা ভারতে আসেন। এখানে তাদের আত্মীয়রা আছেন। কিন্তু সম্পর্ক খারাপ হলে তার প্রভাব তাদের উপর পড়বে।''

শান্তনু বলেছেন, ''দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ হলে মানুষ চিন্তিত হবেন। তাদের শারীরিকভাবে হেনস্থা হতে হবে না। কিন্তু ক্যানাডায় ভারতীয় মূলের মানুষ উদ্বিগ্ন হবেনই। এটা স্বাভাবিক।''

সাংবাদিক শরদ গুপ্তার মেয়ে ক্যানাডায় থাকেন। তিনি ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। সেখানে সাধারণত মানুষদের মধ্যে এই ঘটনার প্রভাব বিশেষ পড়ে না। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।''

এরপর কী হবে?

কুগেলম্যান বলেছেন, ''ট্রুডো হয়ত ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি খুব গুরুতর অভিযোগ করেছেন। এখন এটা কূটনীতিকদের কাছে চ্যালেঞ্জ, তারা কত তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পারবেন। তবে খুব তাড়াতাড়ি কিছু হবে বলে মনে হয় না।''

শান্তনু মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ''ক্যানাডা কড়া সিদ্ধান্ত নিলে ভারতকে কড়া ব্যবস্থা নিতেই হবে। তাতে কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হলে হবে। কিছু করার নেই। বাণিজ্য খারাপ হলেও কিছু করার নেই।''

প্রণয় শর্মা মনে করেন, ''ক্যানাডা নিশ্চয়ই পরিপক্কতা দেখাবে। বৃহত্তর স্বার্থে ব্যবস্থা নেবে। ট্রুডো নিজের দেশের মানুষকে দেখানোর জন্য এভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর বেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পড়েছে। তিক্ততা বেড়েছে। আবার স্বাভাবিক জায়গায় ফেরার জন্য দুই দেশের সরকারের চেষ্টা করা উচিত।''

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত উষ্ণ ঃ মোমেন

ঢাকা ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের দৃঢ় প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

বাংলাদেশমার্কিন সম্পর্কের বিষয়ে মোমেন বলেন, আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের অত্যন্ত উষ্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, ''মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই সম্পর্ককে আরও জোরদার ও মজবুত করতে চান। আমরা তাদের অনেকগুলো পরামর্শ গ্রহণ করেছি। যদি পরামর্শটি বাস্তবসম্মত হয় তবে আমরা অবশ্যই সেটি গ্রহণ করবো।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ''একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অহিংস নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আমরা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারবো।'

তিনি সোমবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৭৮তম অধিবেশনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৈনন্দিন কর্মসূচি সম্পর্কে গণমাধ্যমকে ব্রিফ করার সময় এ কথা বলেন। এক প্রশ্নের জবাবে মোমেন বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তারা সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি বলেন, নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইসি একটি আইনের আওতায় গঠিত এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করেন না। তিনি আরো বলেন, ''এমনকি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনারদের অপসারণ করতে পারেন না। কোনো সরকারি কর্মচারি অনিয়মের সঙ্গে জড়িত থাকলে ইসি তাকে সাময়িক বরখাস্ত বা শাস্তি দিতে পারে।' তিনি বলেন, ভোট কারচুপি হলে ইসি কোনো ভোটকেন্দ্রের ভোট বাতিলও করতে পারে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনকে (নির্বাচন সংক্রান্ত) নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি সম্পর্কে মোমেন বলেন, যারা নির্বাচন বানচাল করবে তাদের জন্যই যুক্তরাষ্ট্র নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে। তিনি বলেন, ''এটা আমাদের জন্য ভালো, কারণ, আমরা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে অংশ নিতে প্রস্তুত। আমরা চাই এখানে কেউ যেন ভোট বিঘ্নিত করতে না পারে এবং সহিংসতা করতে না পারে। সুতরাং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সাথে কাজ করছে। আমরা বিষয়টি নিয়ে খুব নিবিড়ভাবে কাজ করছি।''

সম্পাদকীয়

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় কী হয়, এর গুরুত্ব কতটা?

প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সারা বিশ্বের সব দেশের নেতারা বৈঠকে বসেন এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। একই মঞ্চে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতা ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের একে অপরের সাথে সাক্ষাত হয় বলে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এই সভাকে 'কূটনৈতিক স্পিড ডেটিং' ইভেন্ট হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন অনেক কূটনীতিক। এবারের সাধারণ পরিষদের সভায় প্রধান আলোচনা বিষয় থাকবে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুটি। এর পাশাপাশি প্রাধান্য পাবে ইউক্রেন যুদ্ধও। কিন্তু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে কেন এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারা? জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গুরুত্বই বা কী? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে যখন জাতিসংঘ গঠন করা হয়, তখন এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যত প্রজন্মকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা। সেসময় ৫১টি দেশ নিয়ে তৈরি হওয়া সংস্থাটির বর্তমান সদস্য দেশ ১৯৩টি। এর বাইরেও পোপের অধীনে থাকা রোমের অঞ্চল হোলি সি বা ভ্যাটিকান সিটি এবং ফিলিস্তিনও জাতিসংঘের অন্তর্ভূক্ত।

সহজভাবে বললে, জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য পারস্পারিক সহায়তার মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা। জাতিসংঘের অধীনে সারা বিশ্বে কয়েক হাজার উন্নয়ন প্রকল্প, ত্রাণ কার্যক্রম ও আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা পরিচালিত হয়। পরিবেশ ও জলবায়ু থেকে শুরু করে, শিক্ষা, শিশু অধিকার, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সহ বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তিও সম্পন্ন হয়ে থাকে জাতিসংঘের তত্বাবধানে। জাতিসংঘের প্রধান শাখা ছয়টি। যার মধ্যে তিনটি শাখাকে মনে করা হয় সংস্থাটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। এগুলো হল সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ ও সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয়। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ১৫টি দেশ, যাদের মধ্যে স্থায়ী সদস্য দেশ ৫টি। বাকি দশটি দেশ দুই বছরের জন্য সদস্য পদ পায়। আর সেক্রেটারিয়েটকে বিবেচনা করা হয় জাতিসংঘের প্রশাসনিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে। বিভিন্ন দেশের হাজারো কর্মী কাজ করেন নিউ ইয়র্ক, জেনিভা, নাইরোবি আর ভিয়েনায় অবস্থিত জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয়গুলোতে। এই শাখাগুলোর মধ্যে সাধারণ পরিষদের সভার মধ্য দিয়েই জাতিসংঘের অধিকাংশ কাজ শুরু হয়ে থাকে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এই সংস্থাটির একমাত্র শাখা যেখানে ১৯৩টি সদস্য দেশের সবাই প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। প্রতিটি সদস্য দেশই এই সভায় বক্তব্য রাখার সুযোগ পায়। এই সাধারণ পরিষদের সভায় প্রত্যেক দেশের নেতা অথবা দেশটির কোনো একজন প্রতিনিধি সাধারণত বক্তব্য দিয়ে থাকেন। এবং যেসব বিষয়ে ভোটাভুটি হয়ে থাকে সেখানে ভোট দেয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। আর সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের ভোট সমান গুরুত্ব পেয়ে থাকে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের মহাসচিব কে হবেন, তাও নির্ধারণ করে থাকে। পাশাপাশি নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য কারা হবে এবং জাতিসংঘের বাজেট কেমন হবে, সেটিও নির্ধারণ করা হয় সাধারণ পরিষদে। এবারের সভায় টেকসই উন্নয়ন নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ১৮ ও ১৯শে সেপ্টেম্বর। ঐ সভায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলো জাতিসংঘের 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' কীভাবে অর্জন করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করবে। এই লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্ষুধা ও দারিদ্র নিরসন, সারা বিশ্বে মানুষের আয় বৃদ্ধি ও শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত করা এবং মানুষের জন্য সুপেয় জল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা। এরপর ১৯ থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে সাধারণ সভার আলোচনা। এই আলোচনা পর্বে সাধারণত বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের প্রতিনিধি নিজ নিজ রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেন এবং সে বিষয়ে আলোচনা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে ২০শে সেপ্টেম্বর 'ক্লাইমেট অ্যামবিশন সামিটে।' জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

জানা অজানা

লিবিয়ায় নিহত প্রায় সাড়ে ৫ হাজার, সাগরে মৃতদেহের ছড়াছড়ি

লিবিয়ার ডেরনা শহর বন্যায় এখন পর্যন্ত পাঁচ হাজার তিনশ'র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসনের একজন মন্ত্রী হিশাম চোকিওয়াত বলছেন যে, সাগরে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে লাশের পর লাশ। আবার বহু মানুষ লাশের ব্যাগ জড়িয়ে ত্রাণ সহায়তার জন্য আকুতি জানাচ্ছে। আর নিহতদের অনেককে গণকবরে দাফন করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েল রোববার আঘাত হানলে একটি বাঁধ ফেটে গেলে ডেরনা শহর বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। উদ্ধার কর্মীরা ভবনগুলোর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে জীবিত মানুষের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরপরেও মৃত্যুর সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধির আশংকা করা হচ্ছে। কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত দিয়ে জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থা বা আইওএম বলেছে এখনো অন্তত দশ হাজার মানুষ নিখোঁজ আছে আর বাস্তুচ্যুত হয়েছে অন্তত ত্রিশ হাজার মানুষ। হাসপাতাল আর মর্গগুলো সয়লাব হয়ে পড়েছে মানুষের মৃতদেহে।

ডেরনার কাছে একটি হাসপাতালে কর্মরত লিবিয়ার চিকিৎসক নাজিম তারহনি বলছেন যে আরও সহায়তা দরকার। হাসপাতালে আমার অনেক বন্ধু আছে যারা তাদের পরিবারের সদস্যদের হারিয়ে আছে। তারা সবকিছু হারিয়েছে, তিনি বিবিসি রেডিও ফোরকে বলছিলেন। আমার এমন লোকজন দরকার যারা পরিস্থিতি বুঝতে পারবেন। প্রয়োজনীয় সহায়তা দরকার। এমন কুকুর প্রয়োজন যারা ঘ্রাণ শুঁকে মানুষ বের করে নিয়ে আসতে পারবে। আমাদের মানবিক সহায়তা দরকার। এমন মানুষ দরকার যারা জানেন তারা কী করছেন। এছাড়া সেখানে বিশেষায়িত ফরেনসিক ও রেসকিউ টিম দরকার। এছাড়া আরেক দল দরকার যারা মৃতদেহ উদ্ধারে বিশেষজ্ঞ, বলছিলেন লিবিয়ান ডক্টরস ইউনিয়নের প্রদান মোহাম্মেদ আল ঘৌস তুর্কি গণমাধ্যমে। মেডিসিনস স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্স বা এমএসএফ বলেছেন মেডিকেল সহায়তার প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা এবং জরুরি মেডিকেল উপকরণ ও বডি ব্যাগ লিবিয়ার রেড ক্রিসেন্টকে দেয়ার জন্য একটি দল আজই সেখানে যাচ্ছে।

র‍্যাম্বো, রকেট ম্যান, শয়তান ‑ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের স্মরণীয় সব মুহুর্ত

এ বছর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৮তম সভা শুরু হতে যাচ্ছে আগামীকাল অর্থাৎ ১৮ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাতে যোগ দিতে গেছেন। উনিশশো পয়তাল্লিশ সালের জুন মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৬ সালে প্রথমবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর থেকে প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সাধারণ পরিষদের বৈঠক।

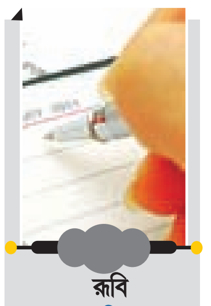

রুবি
প্রাবন্ধিক

কয়েকদিন ধরে চলমান এই সভার কার্যক্রম সাধারণত প্রথাগত নিয়মকানুন ও রীতিরেওয়াজ মেনেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও ঘটে থাকে।
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় সদস্য দেশের শীর্ষ নেতা বা তাদের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই এই সভায় বক্তব্য দেয়া বা মন্তব্য করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীরা কূটনৈতিক শিষ্টাচার মেনে চলেন। তবে এ সভায় শিষ্টাচার বহির্ভূত মন্তব্য করা, অন্য কোনো দেশ বা দেশের নেতার প্রতি কটাক্ষ করে কথা বলা বা অশোভন আচরণের ঘটনাও একাধিকবার ঘটেছে। সেরকম কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হল এই প্রতিবেদনে।

নিকিতা ক্রুশ্চেভের জুতা কাণ্ড, ১৯৬০

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৯৬০ সালের সভায় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভের অভিনব 'প্রতিবাদ' ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল।
সেসময় সাধারণ পরিষদের এক বৈঠকে ফিলিপিন্সের একজন প্রতিনিধি তার বক্তব্যের সময় পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত নীতির সমালোচনা করেন।
ওই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ শুরুতে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তার আসনের সামনের টেবিলে আঘাত করতে থাকেন।
এরপর এক পর্যায়ে মি. ক্রুশ্চেভ তার ডান পায়ের জুতা খুলে বারবার টেবিলে আঘাত করে প্রতিবাদ জানান।
এই ধরণের প্রতিবাদের কোনো ব্যাখ্যা সেসময় তিনি না দিলেও তার জীবনী গ্রন্থ 'ক্রুশ্চেভ ‑ দ্য ম্যান অ্যান্ড হিজ এরা' বইয়ে তিনি স্বীকারোক্তি দেন যে 'জোরালো প্রতিবাদ' প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই সেসময় তিনি জুতা দিয়ে টেবিল চাপড়ানোর মতো কাণ্ড করেছিলেন।

ফিদেল ক্যাস্ত্রোর দীর্ঘতম ভাষণ, ১৯৬০

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় প্রত্যেক দেশের নেতা বা প্রতিনিধিদের বক্তব্য ১৫ মিনিটের মধ্যে সমাপ্ত করার অনুরোধ করা হয়। যদিও এ রীতি অধিকাংশ সময়ই মানা হয় না।
সাধারণ পরিষদে অনেক দেশের নেতারই কয়েক ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ ভাষণ দেয়ার নজির রয়েছে।
তবে লম্বা বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রোর ১৯৬০ সালের দীর্ঘ ভাষণের রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেননি।
সে বছর প্রথমবার সাধারণ পরিষদের সভায় যোগ দিতে গিয়ে কিউবার নেতা সাড়ে চার ঘণ্টা বক্তব্য দেন, যা এখনো পর্যন্ত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় দীর্ঘতম বক্তব্য দেয়ার রেকর্ড।
তবে সাধারণ পরিষদের দীর্ঘতম ভাষণের রেকর্ড ফিদেল ক্যাস্ত্রোর দখলে হলেও জাতিসংঘের ইতিহাসে দীর্ঘতম ভাষণ দেয়ার কৃতিত্ব কিন্তু তার দখলে নয়।
এর আগে ১৯৫৭ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের প্রতিনিধি দলের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ মেনন কাশ্মীর ইস্যুতে আট ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বক্তব্য রেখেছিলেন।
সে বছর ২৩ ও ২৪শে জানুয়ারি নিরাপত্তা পরিষদের তিনটি বৈঠকজুড়ে তিনি একাই বক্তব্য দিয়েছিলেন। বক্তব্য দেয়ার সময় এক পর্যায়ে তাকে হাসপাতালে নিতে হয় এবং কিছুক্ষণ পর হাসপাতাল থেকে ফেরত এসে তিনি তার বক্তব্যের শেষ এক ঘণ্টা পেশ করেন।
সেসময় একজন চিকিৎসক তার রক্তচাপ পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

আরাফাতের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান, ১৯৭৪

প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের নেতা ইয়াসির আরাফাত প্রথমবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় বক্তব্য রাখেন ১৯৭৪ সালে।
ওই বক্তব্যে তিনি এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন যেখানে মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে পারবে।
কোনো দেশ বা রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব না করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তব্য দেয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন ইয়াসির আরাফাত।
তার আগে ১৯৬৫ সালে পোপ ষষ্ঠ পল প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিয়েছিলেন কোনো রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব না করে।
তার ঐ বক্তব্যে ইয়াসির আরাফাত বলেছিলেন, আমি এখানে শান্তির প্রতীক হিসেবে জলপাই গাছের শাখা এবং একজন মুক্তিযোদ্ধার বন্দুক নিয়ে এসেছি। আমার হাত থেকে জলপাই শাখা পড়ে যেতে দিও না। ইয়াসির আরাফাত তার বক্তব্যের সময় কয়েকবার ইসরায়েলের নাম নিলেও অধিকাংশ সময়ই তাদের 'জায়োনিস্ট স্বত্বা' হিসেবে বর্ণনা করেন।
সে বছর সাধারণ পরিষদের সভায় ইসরায়েলের প্রতিনিধি ছিলেন ইয়োসেফ তেকোয়াহ, যিনি তার বক্তব্যে পিএলও'র সদস্যদের 'হত্যাকারী' হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে 'আরাফাত আজও ইহুদিদের নিশ্চিহ্ন করার নাৎসি পদ্ধতি পছন্দ করেন।'
ফিলিস্তিনের কোনো অঞ্চলে ইসরায়েল পিএলও'র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না বলেও তার বক্তব্যে বলেছিলেন মি. তেকোয়াহ।

ড্যানিয়েল ওর্তেগার 'র‍্যাম্বো' মন্তব্য, ১৯৮৭

নিকারাগুয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল ওর্তেগা সাধারণ পরিষদের ১৯৮৭ সালের সভায় যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতির সমালোচনা করে দেয়া এক মন্তব্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের সমালোচনা করেন।
তাতে তিনি হলিউড সিনেমা 'র‍্যাম্বো'র উদাহরণ টেনে আনেন।
যুক্তরাষ্ট্র সেসময় নিকারাগুয়ার কন্ট্রা বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করছে ‑ এমন অভিযোগ তুলে প্রেসিডেন্ট ওর্তেগা বলেন, প্রেসিডেন্ট রিগ্যানকে যারা সেনা কার্যক্রম চালাতে বা অন্য দেশে আক্রমণ করতে পরামর্শ দেয়, তাদের সাথে আলোচনা করার আগে তার মনে রাখা উচিৎ যে র‍্যাম্বো শুধু সিনেমাতেই বিরাজ করে।
নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্যের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল সভা কক্ষ থেকে হেঁটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

হিউগো শ্যাভেজের 'শয়তান' মন্তব্য, ২০০৬

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হিউগো শ্যাভেজ ২০০৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে 'শয়তান' হিসেবে আখ্যায়িত করে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেন।
সাধারণ পরিষদে দেয়া মি. শ্যাভেজ তার বক্তব্যের সময় মার্কিন বিদেশ নীতির সমালোচনা করে লেখা একটি বই হাতে নিয়ে বলেন, শয়তান তাদের মধ্যেই (আমেরিকার মানুষের) আছে।
আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, গতকাল শয়তান (যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট) এখানে দাঁড়িয়েই কথা বলেছে।
সে বছর হিউগো শ্যাভেজের বক্তব্যের আগের দিনই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন।

মুয়াম্মার গাদ্দাফির সনদ ছুঁড়ে ফেলা, ২০০৯

উনিশশো উনসত্তর সালে লিবিয়ায় ক্ষমতা নেয়ার ৪০ বছর পর প্রথমবারের মতো মুয়াম্মার গাদ্দাফি জাতিসংঘের সাধারণ সভায় অংশ নেন ২০০৯ সালে।
গাদ্দাফি তার ভাষণে অভিযোগ তোলেন যে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা জাতিসংঘের মূলনীতি ভঙ্গ করছে।
ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি নিরাপত্তা পরিষদকে 'সন্ত্রাসী পরিষদ' হিসেবেও উল্লেখ করেন।
সে বছর গাদ্দাফি তার ৯৬ মিনিটের ভাষণে জাতিসংঘের সনদ থেকে কয়েক লাইন পাঠ করেন এবং এক পর্যায়ে সনদের একটি পাতা ছিড়ে ফেলেন।
পরে তার হাতে থাকা জাতিসংঘ সনদটি ছুঁড়েও ফেলে দেন তিনি।
মজার বিষয় হল, মুয়াম্মার গাদ্দাফির আরবি ভাষায় দেয়া ভাষণের ৭৫তম মিনিটে তার অনুবাদক অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।
মি. গাদ্দাফির ভাষণের শেষ ২০ মিনিট অনুবাদ করেন জাতিসংঘের আরবি ভাষা অনুবাদ বিভাগের প্রধান।

আহমেদিনেজাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ, ২০১০‑২০১১

সাধারণ পরিষদের সভায় কোনো নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদ হিসেবে অন্য দেশের প্রতিনিধিদের হেঁটে বের হয়ে যাওয়ার ঘটনা আগে ঘটলেও, ২০১০ এবং ২০১১ সালে ইরানের প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের সময়কার ঘটনা ছিল অভূতপূর্ব।
ওই দুই বছরই ইরানি প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের এক পর্যায়ে একাধিক পশ্চিমা দেশের প্রতিনিধি সভা কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন।
দুই হাজার দশ সালে মি. আহমেদিনেজাদ অভিযোগ তুলেছিলেন যে, ২০০১ সালে ১১ই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে বোমা হামলার ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রই সাজিয়েছে।
আর ২০১১ সালে তিনি ইউরোপের ওপর অভিযোগ তুলেছিলেন এই বলে যে, ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গণহত্যাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে।

ট্রাম্পের 'রকেট ম্যান' মন্তব্য, ২০১৭

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৭ সালের সাধারণ সভায় উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং আনকে উদ্দেশ্য করে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তা সাড়া ফেলেছিল বিশ্বব্যাপী।
মি. ট্রাম্প তার বক্তব্যে বলেছিলেন, রকেট ম্যান নিজের এবং তার দেশের জন্য আত্মঘাতী মিশনে নেমেছেন। যুক্তরাষ্ট্র তৈরি আছে, তবে আশা করি তার দরকার হবে না।

তিন মাস বয়সে সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ, ২০১৮

নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্ন ২০১৮ সালে তার তিন মাস বয়সী সন্তানকে নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় যোগ দিতে যান।
মিজ আরডার্নের শিশু সন্তানের অংশগ্রহণকে বলা হয় জাতিসংঘের সাধারণ সভায় সর্বকনিষ্ঠ কোনো ব্যক্তির অংশগ্রহণ।
জেসিন্ডা আরডার্ন ২০১৭ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন, তখন তিনি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সী নারী সরকার প্রধান। সেসময় তার বয়স ছিল মাত্র ৩৭ বছর। দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পরেই এক সন্তানের জন্ম দিয়ে তিনি হন বিশ্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় মা হয়েছেন। এর আগে ১৯৯০ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

একমাত্র ভার্চুয়াল সভা, ২০২০

কোভিড‑১৯ মহামারির কারণে ২০২০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় অনলাইনে। ঐ বৈঠকে কোভিড‑১৯ এর ঝুঁকি নিরসন, জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা করেন নেতারা। এখন পর্যন্ত এটিই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ইতিহাসে একমাত্র ভার্চুয়াল বৈঠক।

সাময়িকী

নারী ও হীরা : সাফল্যের চূড়া থেকে এক কূটনীতিকের নাটকীয় পতন

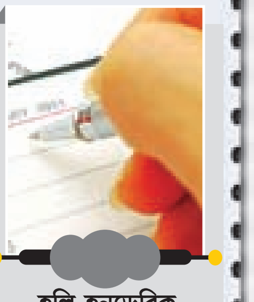

হলি হনডেরিক
কলামিস্ট

রিচার্ড ওলসন যখন ২০১২ সালে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব নিতে যান, তখন এই অভিজ্ঞ কূটনীতিক ইসলামাবাদে এক বরফ শীতল অভ্যর্থনার সম্মুখীন হন। আগের বছর ওসামা বিন লাদেন হত্যায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান নিয়ে তখনো তীব্র ক্ষোভ পাকিস্তানে। এমন বিরূপ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রদূত ওলসন তার ৩০ বছরের বেশি কূটনীতির ক্যারিয়ারে কষ্টার্জিত সমস্ত কৌশল আর অভিজ্ঞতা দিয়ে এর মোকাবেলা করেন। এর চার বছর পর যখন তিনি অবসরে যান, ২০১৬ সালে, তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ওলসন প্রসঙ্গে বলেন, তিনি আমাদের সবচেয়ে বিশিষ্ট কূটনীতিকদের একজন, যিনি একটা বড় প্রভাব রেখে গেলেন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিতে। তবে পর্দার আড়ালে ইসলামাবাদে ওলসনের পা রাখার মাধ্যমে শুরু হয় পরের কয়েক বছরের কেলেঙ্কারিময় এক অধ্যায়। যুক্তরাষ্ট্র আদালতের নথি বলছে ‑ তার বিরুদ্ধে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, হীরার গহনার উপহার গ্রহণ যা তিনি গোপন করেছেন এবং অবৈধ ও মিথ্যা তদবিরের অভিযোগ আছে। গত বছর ওলসন নীতিশাস্ত্রের কাগজপত্রে মিথ্যা কথা বলা এবং তথাকথিত 'রিভলভিং ডোর' আইন লঙ্ঘনের কথা স্বীকার করেন, অর্থাৎ তিনি মেনে নেন সরকারি চাকরি থেকে অবসরের এক বছরের মধ্যেই নিজের আওতার বাইরে গিয়ে কাতারের হয়ে তদবির করেন। শুক্রবার তার তিন বছরের সাজা ঘোষণা করে আদালত (তবে তাকে জেলখানায় থাকতে হবে না), একই সাথে ৯৩৪০০ পাউন্ড জরিমানাও করা হয়েছে। সাজা ঘোষণার পূর্বে বিচারক জি মাইকেল হার্ভের সামনে ওলসন বলেন, আমি যে ভুলগুলো করেছি তার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে, আমি সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি, সমস্ত কাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছি। আমার মর্যাদা হারিয়েছি ও উপার্জনের রাস্তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে আদালতের বাইরে তিনি বিবিসির কাছে কোন মন্তব্য করতে চাননি।

ওলসনের এভাবে সাফল্যের চূড়া থেকে নাটকীয় পতন তার দীর্ঘ ৩৪ বছরের প্রশংসিত ক্যারিয়ারেরও ইতি টানে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের পরিপাটি ও ছিমছাম কূটনীতিতে এই ঘটনা একটা কালো দাগ কেটে দিল। এই মামলার ব্যাপারে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে মন্তব্য চেয়েও কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।
ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাজনীতির অধ্যাপক টমাস অ্যালান শোয়ার্টজ বলেন, কূটনীতির যে জিনিসটা বিখ্যাত তা হল শালীনতা। এখানে আপনার যোগ্যতাই হল আপনি খুব বিরক্তিকর। এই মামলাটা এজন্য খুবই নজর কাড়ে...যা থেকে মনে হচ্ছে তিনি প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়েছিলেন। মি. ওলসন যখন পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের কাজ করছিলেন ‑ যা ছিল খুবই জটিল একটা অ্যাসাইনমেন্ট ‑ কারণ এর মধ্যে তালেবান নেতাদের সাথে গোপন বৈঠকও অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই একই সময় তিনি একটা রোমান্টিক সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়েন। এটি তাকে ব্ল্যাকমেইলের শিকার হওয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল বলে আদালতের নথিতে উঠে এসেছে। ২০১২ সালে এই কূটনীতিক ইসলামাবাদে পা রেখে পাকিস্তানে কাজ করা এক ব্রিটিশ সাংবাদিকের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। ওলসন আর সাংবাদিক মুনা হাবিব প্রেম করেন ২০১৪ সাল পর্যন্ত। এরপর একসময় মিজ হাবিব বুঝতে পারেন যে সেই সময়ে বিবাহিত থাকা ওলসন আসলে আরেকটি মেয়ের সাথেও প্রেম করছেন। ওলসনের স্ত্রীও ছিলেন একজন সরকারি কর্মকর্তা, তিনি সেই সময় লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। আদালতের নথিতে মুনা হাবিবের আইনজীবি লিখেন, মিজ হাবিব ভেবেছিলেন ওলসন শুধু একান্তভাবে তার সাথেই ডেট করছেন, কিন্তু বিষয়টা সত্যি ছিল না। মি ওলসন কর্তৃপক্ষকে বলেছেন, তিনি মুনা হাবিবের সাথে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা ইসলামাবাদে সিআইএ'র স্টেশন প্রধানকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু আদালতের তথ্য বলছে তিনি আসলে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের কাছে তথ্যটি জানাননি, যেটা সরকারের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স নিয়মে তার জানানোর কথা ছিল।
২০১৫ সালে তাদের দুজনের আবার যোগাযোগ শুরু হয়। মিজ হাবিব কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ পান, কিন্তু এজন্য প্রায় এক লাখ ইউএস ডলার টিউশিন ফি তার পক্ষে যোগাড় সম্ভব ছিল না। মি ওলসন হাবিবকে বলেন তিনি তার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানি ব্যবসায়ী ইমাদ জুবেরির পরিচয় করিয়ে দেবেন। আদালত সূত্রে জানা যায় ইমাদ জুবেরি একজন উঁচু স্তরের লবিস্ট যার যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সাথে ভালো যোগাযোগ আছে। ইমাদ জুবেরি মিজ হাবিবকে বিশ্ববিদ্যালয় টিউশন ফি'র ২৫ হাজার ডলার দিতে রাজি হন। জুবেরি ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদদের তহবিল সংগ্রহে, মিথ্যা তথ্য এবং কর ফাঁকির অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত হন। শুক্রবার আদালতে যখন ওলসনের সাথে তার সম্পর্কের ইতিহাস নিয়ে আইনজীবীদের মধ্যে বাদানুবাদ চলছে, যে কলম্বিয়াতে ভর্তির সময় তিনি কি ওলসনের 'রক্ষিতা', 'উপপত্নী' নাকি 'বান্ধবী' ছিলেন, সেই পুরোটা সময় সামনের সারিতে বসা মিজ হাবিব সোজা তাকিয়ে থাকেন। ওলসনের উকিলও আমাদের সাথে কথা বলেননি, তবে তিনি আদালতকে জানিয়েছেন যে সাবেক রাষ্ট্রদূতের সাথে মুনা হাবিবের শুধুমাত্র পরিচয় ছিল, এবং তিনি অন্যায় কিছু করেননি কারণ সেসময় তিনি মিজ হাবিবের সাথে কোন প্রেমের সম্পর্কে জড়িত ছিলেন না। তবে বিশ্লেষকদের কাছে এই সম্পর্কটা একটা উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ করে যখন পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে। দেখুন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের তখন যে সম্পর্ক তাতে অনেক কিছুই মনে হতে পারে, ব্ল্যাকমেইলের সম্ভাবনা তৈরি হয়। আমি তো খুবই ভয়ংকর পরিণতি অনুমান করতে পারি, বলেন প্রফেসর শোয়ার্টজ।নিজেদের সম্পর্কের ব্যাপারে ওলসন বা মিজ হাবিব কেউই বিবিসির কাছে মুখ খোলেননি। তবে এ দুজনের সম্পর্ক একসময় আবার জোড়া লাগে এবং ২০১৯ সালে তারা বিয়ে করেন।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্ডি, বোরেয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand ; Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

টিট ফর ট্যাট, এবার কংগ্রেস বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ এবং স্ত্রী রানী নরহের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখল করে চা বাগান খোলার অভিযোগ বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকার

নরহ দম্পত্তির সরকারি জমি বেদখল করা ঘটনার তদন্ত করবে সরকার ঘোষণা মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর প্রতিষ্ঠান ১০ কোটি টাকার অনুদান পাওয়ার মাধ্যমে সংগঠিত জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগ এনে দুইদিন অসম বিধানসভা অধিবেশন উত্তাল করে তুলেছিলেন কংগ্রেসের বিধায়করা। কংগ্রেসের প্রতিবাদের জেরে প্রথম দিন দুই বার এবং পরের দিন তিনবার সদন স্থগিত করতে হয়েছিল। এমনকি পরপর দুইদিন সদন ত্যাগ করেছিল কংগ্রেস। তবে এবার বিজেপির পালা। কংগ্রেস বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ এবং স্ত্রী রানী নরহের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখল করে চা বাগান খোলার অভিযোগ উত্থাপন করলেন বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকা। তিনি বলেন এই অভিযোগ যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে বিধায়কের পদ ত্যাগ করবেন। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন নরহ দম্পত্তির সরকারি জমি বেদখল করা ঘটনার তদন্ত করবে সরকার।

প্রসঙ্গত পি এম কে এএস ওয়াই প্রকল্পের অধীনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্ত্রীর প্রতিষ্ঠান প্রাইড ইস্ট এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নামে ১০ কোটি টাকা অনুদান তালিকাভুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার অসম বিধানসভা অধিবেশনে ব্যাপক প্রতিবাদ পালন করেছে কংগ্রেস। সরকারের বিরুদ্ধে বিধানসভায় এই প্রতিবাদ কার্যসূচিতে কংগ্রেসের বিধায়কদের পাশাপাশি নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ এবং সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। হাতে হাতে প্লেকার্ড নিয়ে নিজের আসন ত্যাগ করে অধ্যক্ষর আসনের সামনে জড়ো হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান

দিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে আয়োজিত এই প্রতিবাদের জেরে প্রথম দিন দুইবার এবং দ্বিতীয় দিন তিনবার সদন স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি এবং উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন।তবে দুই দিনই সভা স্থগিত প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এর প্রতিবাদ জানিয়ে সদন ত্যাগ করেছে কংগ্রেস।

তবে এবার বিজেপির টিট ফর ট্যাট। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান কংগ্রেস বিধায়ক ভারত চন্দ্র নরহ এবং তার স্ত্রী প্রাক্তন সাংসদ রানী নরহের বিরুদ্ধে সরকারি জমি বেদখল করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন লক্ষ্মীমপুর জেলার বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকা। তিনি অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন কংগ্রেস বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ নাওবৈসা এলাকায় ১২৮ বিঘা বন বিভাগের সরকারি জমি বেদখল করে রানী নরহের নামে চা বাগান খুলেছেন। সেখানে আশ্রয় নেওয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত একাংশ ব্যক্তিকে জোর জুলুম করে পুলিশ সিআরপিএফ ব্যবহার করে সেই স্থান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৮ সাল থেকে এই জমি দখল প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক। তাছাড়া ভরত চন্দ্র নরহ সরকারি এক বিঘা চার কাঠা জমি দখল করে নিজের বাড়ি বানিয়েছেন বলেও অভিযোগ জানান বিজেপি বিধায়ক।

এবার বসুন্ধরা প্রকল্পের মাধ্যমে এই সরকারি জমি নিজের আত্মীয়র নামে তালিকাভুক্ত করতে চাইছেন তিনি।কংগ্রেস বিধায়ককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মানব ডেকা বলেন ভরত চন্দ্র নরহ যদি প্রমাণ করতে পারেন এটা সরকারি বন বিভাগের জমি নয় তাহলে বিধায়ক পদ ত্যাগ করবেন তিনি। তবে যদি এটা প্রমাণ হয় যে সেটা সরকারি জমি তাহলে ভরত নরহ স্বয়ং পদত্যাগ করবেন কিনা বিজেপি বিধায়ক প্রশ্ন করেছেন। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী একজন মহিলা উদ্যোগী হিসেবে দশ বিঘা জমির জন্য আবেদন জানানোর পর কংগ্রেস যদি প্রতিবাদ জানাতে পারে তাহলে দলের একজন জ্যেষ্ঠ নেতার ক্ষেত্রে সাংসদ গৌরব গগৈ কি বলবেন সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মানব ডেকা।

উল্লেখ্য বিধানসভায় কংগ্রেসের প্রতিবাদ কার্যসূচিতে অন্যতম সক্রিয় দলীয় বিধায়ক হিসেবে ছিলেন ভরত চন্দ্র নরহ। হাতে প্লেকার্ড নিয়ে অধ্যক্ষের আসনের সামনে গিয়ে ব্যাপক স্লোগানের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করেছেন তিনি। তাছাড়া বিধানসভার বাইরে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অধ্যক্ষ কংগ্রেসের সভা স্থগিত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে অনুমতি না দেওয়ার ফলে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন ভরত চন্দ্র নরহ। মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর জমি কেলেঙ্কারের অভিযোগ উত্থাপন করে তিনি সম্পূর্ণ গঠন ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন। তাছাড়া এই সংক্রান্তে উচিত তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেস নিজেদের প্রতিবাদ অব্যাহত রাখবে বলেও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ।

এই সম্পূর্ণ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন কংগ্রেস বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ এত বড় বড় কথা বলেন, নৈতিকভাবে উচ্চ স্তরের একজন ব্যক্তি অথচ তিনি মন্ত্রী হয়ে থাকার সময় ২১৯ বিঘা জমি পাট্টা করেছিলেন। কংগ্রেস বিধায়ক মানুষের জমি দখল করে, সরকারি বন বিভাগের জমি দখল করে রানী নরহের নামেএকটি বাগান প্রস্তুত করেছেন। হেমেন বরুয়া নামের প্রসিদ্ধ চা বাগানের মালিক হলেও তার নামে কোনো চা বাগান ছিল না। সারা অসাম কিংবা সারা ভারতে এমন কারো ব্যক্তিগত নামে চা বাগান নেই। একমাত্র রানী নরহের নামে চা বাগান রয়েছে। রানী নরহ প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান কংগ্রেস বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহের স্ত্রী। রানী নরহও একসময় মন্ত্রী ছিলেন, সংসদ ছিলেন। ভরত চন্দ্র নরহ মন্ত্রী হিসেবে সরকারি জমি দখল করেছেন এটার তদন্ত হবেই বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ১৬ পৃষ্ঠার উত্তরের মধ্যে ২ পৃষ্ঠা উল্লেখ করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সাধারণ জনতাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন বলে অভিযোগ বিধায়ক রূপজোতি কুর্মির

অখিল গগৈ তরুণ গগৈকে ব্ল্যাকমেল করে কাজিরাঙ্গায় অর্কিড উদ্যানের নামে ২২ বিঘা জমি দখল করেছেন, ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পত্র প্রেরণ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর প্রতিষ্ঠান ১০ কোটি টাকার জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগ উত্থাপন করা কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ লোকসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের দেওয়া ১৬ পৃষ্ঠার উত্তরের মধ্যে ২ পৃষ্ঠা উল্লেখ করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সাধারণ জনতাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিজেপি বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি। তিনি বলেন শুধুমাত্র গৌরব গগৈ নন, এক্ষেত্রে বিধায়ক অখিল গগৈ সমানভাবে তৎপর রয়েছেন। এমনকি অখিল গগৈ প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈকে ব্ল্যাকমেল করে কাজিরাঙ্গায় অর্কিড উদ্যানের নামে ২২ বিঘা জমি দখল করেছেন। এক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিনি পত্র প্রেরণ করেছেন বলে জানান। উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকারের পিএমকেএএসওয়াই প্রকল্পের অধীনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্ত্রীর প্রতিষ্ঠান প্রাইড ইস্ট এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নামে ১০ কোটি টাকা অনুদান তালিকাভুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে অসম বিধানসভা অধিবেশনে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার ব্যাপক প্রতিবাদী কার্যসূচি পালন করেছিল কংগ্রেস। বিরোধীপক্ষের এই প্রতিবাদের জেরে উত্তাল হয়ে ওঠে অসম বিধানসভা। মূলত সরকারের বিরুদ্ধে বিধানসভায় এই প্রতিবাদ কার্যসূচিতে কংগ্রেসের বিধায়কদের পাশাপাশি নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ এবং সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার সমানভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। বিধায়করা হাতে হাতে প্লেকার্ড নিয়ে নিজের আসন ত্যাগ করে অধ্যক্ষর আসনের সামনে জড়ো হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে আয়োজিত এই প্রতিবাদের জেরে প্রথম দিন দুইবার এবং দ্বিতীয় দিন তিনবার সদন স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি এবং উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন। তবে বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ দুই দিনই সভা স্থগিত প্রস্তাবে রাজি না হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে সদন ত্যাগ করেছিলেন প্রতিবাদী বিরোধী পক্ষের বিধায়করা। তবে এবার কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ এবং বিধায়ক অখিল গগৈর বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠেছেন বিজেপি বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল লোকসভায় দেওয়া ১৬ পৃষ্ঠার উত্তরের মধ্যে মাত্র দুই পৃষ্ঠা অর্থাৎ প্রথম পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠা যেখানে প্রাইড ইস্ট এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নাম উল্লেখ রয়েছে সেটা দেখিয়ে সাধারণ জনতাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন সাংসদ গৌরব গগৈ এবং বিধায়ক অখিল গগৈ সহ বিরোধীপক্ষের নেতারা। রাজ সাহায্যের প্রসঙ্গে প্রাইড ইস্ট এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নাম উল্লেখ করে ১৬ পৃষ্ঠার উত্তরটির বাকি থাকা বিষয়গুলো সাধারণ মানুষ থেকে আড়ালে রাখতে চাওয়া হয়েছে। এটা করে বিরোধীপক্ষ সস্তার রাজনীতি করা বিষয়টিকে তিনি ধিক্কার দিচ্ছেন বলে মন্তব্য করেন বিজেপি বিধায়ক। তিনি বলেন সাহস যদি রয়েছে তাহলে ১৬ পৃষ্ঠার উত্তর দেখানো উচিত ছিল। কিন্তু সাংসদ গৌরব গগৈ শুধুমাত্র দুই পৃষ্ঠের উত্তর দেখিয়েছেন। কারণ সম্পূর্ণ দেখালে রাজ্যবাসী যে তাকে ধিক্কার জানাবেন সেটা তিনি ভালো করেই জানেন। বিজেপি বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি বলেন সাংসদ গৌরব গগৈ এটাও জানেন যে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। উত্তর পূর্বের সাধারণ মানুষের জন্য কথা বলার সাহস নেই রাহুল গান্ধীর। কারণ এই অঞ্চলের জন্য তিনি কিংবা কংগ্রেস কিছুই করেনি। যে সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেছেন, তৃতীয় বার তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন এই পরিস্থিতিতে বিজেপির মান সম্মান লাঘব করার অপপ্রয়াস করার জন্য এই ধরনের কার্যকলাপ করেছেন কংগ্রেস নেতারা। সাংসদ গৌরব গগৈ, বিধায়ক অখিল গগৈ এবং কংগ্রেস নেতারা একজন প্রতিষ্ঠিত নিউজ চ্যানেলের স্বত্বাধিকারী মহিলাকে আক্রমণ করার জন্য যে সস্তার রাজনীতি করেছেন এটা ধিক্কার দেওয়ার যোগ্য। এই রাজনীতি তাদের নিঃশেষ করে ফেলেবে এটা নিশ্চিত। আগের কংগ্রেস সরকার ১০ বছর হয়তো ১০ কোটি টাকা দিতে পেরেছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার শুধুমাত্র এই বছরেই ৪৫৬ কোটি টাকা দিয়েছে। এই বিষয়গুলি সাংসদ গৌরব গগৈ কোনদিনও উল্লেখ করেন না। কারণ তিনি জানেন এই কথাগুলো বললে তার রাজনীতির ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে। তাকে আর সাধারণ মানুষ ভোট দেবেন না এটাও ভালো করে জানেন কংগ্রেস সংসদ। রূপজোতি কুর্মি বলেন ১৬ পৃষ্টার মধ্যে মাত্র দুই পৃষ্ঠা দেখিয়ে সস্তার রাজনীতি করে একজন মহিলাকে আক্রমণ করে অপমান করে কংগ্রেস রাজ গদ্দি দখল করার স্বপ্ন দেখছে। এই স্বপ্ন রাবণ দেখেছিলেন, দূর্যোধন দেখেছিলেন। তারা নিঃশেষ হয়ে গেছেন। এবার কংগ্রেসও নিঃশেষ হয়ে যাবে। অন্যদিকে বিধায়ক অখিল গগৈ তরুণ গগৈকে ব্ল্যাকমেল করে কাজিরাঙ্গায় অর্কিড উদ্যানের নামে ২২ বিঘা জমি দখল করেছিলেন বলে অভিযোগ জানান এই বিজেপি বিধায়ক। তিনি বলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সরকারের আমলে ২০১৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি অখিল গগৈকে জমি দেওয়া হয়েছিল। ২০১৫ সালে উজান অসমের কৃষকদের জমির পাট্টা দেওয়ার দাবি উত্থাপন করে তাদের সঙ্গে নিয়ে দিশপুর ঘেরাও করার কার্যসূচি নিয়ে পদযাত্রা শুরু করেছিলেন বিধায়ক অখিল গগৈ। জমিহীন দরিদ্র কৃষকদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে নিজের শক্তি প্রদর্শন করার জন্য তাদের মাধ্যমে আঃেদালন করেছিলেন তিনি। এই কৃষকদের দস্তুর মত ব্যবহার করা হয়েছে ইউজ করা হয়েছে। সে সময় প্রতিবাদকারী কৃষকরা সাংবাদিকদের বলেছিলেন জমির পাট্টা দেবেন বলে অখিল গগৈ তাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু অবশেষে তিনি কাজিরাঙ্গায় অর্কিড উদ্যানের নামে ২২ বিঘা জমি দখল করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিজেপি বিধায়ক। তিনি বলেন দুই বছরের বেশি সময়সীমা থেকে বিধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর আজ পর্যন্ত সেই দরিদ্র কৃষকদের বিষয়ে কোনো কথা বলেননি অখিল গগৈ। কিন্তু সেই কৃষকদের নাম করেই নিজে মাটি দখল করে নিয়েছেন এই বিধায়ক। ফলে এক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান বিজেপি বিধায়ক। বিজেপি বিধায়ক বলেন অখিল গগৈ দখল করা ২২ বিঘা জমি বেদখল মুক্ত করে সেটা চা বাগান শ্রমিক কিংবা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিলিয়ে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান রাজ্যের বাইরে থাকার ফলে বিষয়টি তিনি গ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন। তাছাড়া এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সরকারের তরফে তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন বিজেপি বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি।

নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআই ইনস্টিটিউট লুপুংডিতে সমাবর্তন ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে

জামশেদপুর ঃ সেরাইকেলা খারসাওয়ান জেলার অন্তর্গত নিমডিহ ব্লকের লুপুংডিহে অবস্থিত নারায়ণ বেসরকারী আইটিআই ইনস্টিটিউটে অতিথিরা প্রদীপ জ্বালিয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান ২০২৩ এর উদ্বোধন করেন। এ সময় পরীক্ষার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন অতিথিরা। এর আগে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান অতিথি পটমদা জেলা পরিষদ সদস্য খগেন মাহাতো বলেন, বর্তমান সময়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বেকার সমস্যা সমাধানে কারিগরি শিক্ষা খুবই জরুরি। তিনি বলেন, দক্ষ মানুষ বেকার হতে পারে না। তারা নিজেদের ব্যবসা শুরু করলে অন্য শিক্ষিত লোকদের চাকরির সুযোগ দিতে পারে। এভাবে কারিগরি শিক্ষা আমাদের বেকারত্বের সমস্যার তীব্রতা কমাতে সাহায্য করে। একটি দেশের উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ অতিথি সিনিয়র সাংবাদিক সত্যেন্দ্র কুমার বলেন, বর্তমানে আমাদের ভারত

উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের দেশ অনেক বিলাসিতা ও সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। এখন আমাদের দেশের কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার কারণ কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটে সেই দেশ উন্নয়নের দিকে যায়।

ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর জটা শঙ্কর পান্ডে বলেন, কারিগরি শিক্ষা হল একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষা যার ব্যক্তি ও সমাজের সাথে অবিচ্ছেদ্য সমন্বয় রয়েছে। যে শিক্ষা বিশেষ ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান করে তাকে কারিগরি শিক্ষা বলা হয়। তিনি বলেন, যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট পেশার সাথে সমন্বয় করে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে এবং পূর্বের ও নতুন অর্জিত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সেই পেশা সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়, তাকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা বলে। সমাজসেবক বিশ্বনাথ মণ্ডল বলেন, কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার চাহিদা পূরণ করতে পারেন। সাংস্কৃতিক স্বার্থ পূরণের জন্য এই শিক্ষার প্রয়োজন।

রাহুল প্যালেসের সৌজন্যে, ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে চান্ডিল বাজারে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হবে

জামশেদপুর ঃ সেরায়কেলা খারসাওয়ান জেলার চান্ডিল বাজারে অবস্থান, রাহুল প্যালেস হোটেলের সৌজন্যে, ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে চান্ডিল বাজারে নিয়মিত রুপে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হবে। রাহুল প্যালেসের পক্ষ থেকে নিজস্ব পর্যায়ে থেকে যানবাহন সরবরাহ করে পুরো চান্ডিল বাজারে ঘোরাঘুরি করে আবর্জনা সংগ্রহ ও ফেলার কাজ করা হবে। সোমবার, রাহুল প্যালেসের পরিচালক, জেএমএম নেতা এবং সমাজকর্মী সুখরাম হেমব্রম রাহুল প্যালেসে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং তথ্য দেন যে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে একটি গাড়ি দেওয়া হবে তার স্তর থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে বাইরে নিরাপদ স্থানে ফেলার জন্য। . প্রতিদিন সকালে তাঁতী বাঁধ থেকে বাসস্ট্যান্ড, চক বাজার, ডেম রোড প্রভৃতি জনপদে আবর্জনা সংগ্রহ করে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হবে। তিনি বলেন, বাজারকে ময়লা আবর্জনামুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি চান্ডিলের বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন তাদের বাড়ি ঘর ও আশপাশের ময়লা আবর্জনা এখানে সেখানে না ফেলে, ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া পরিচ্ছন্নতা অভিযানকে সফল করতে ঘরবাড়ি ও আশপাশের আবর্জনা পরিষ্কারের গাড়িতে ফেলে দেন। তিনি বলেন, পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে মানুষ রোগ ও দূষণ থেকে অনেকাংশে মুক্তি পেতে পারে। সুখরাম হেমব্রম বলেন, প্রতিদিন সংগ্রহ করা আবর্জনা জনসংখ্যা থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে ফেলা হবে। তিনি বলেন, ময়লা আবর্জনা

এমন জায়গায় ফেলা হবে যাতে কারো ক্ষতি না হয়। সুখরাম হেমব্রম হোটেল রাহুল প্যালেসের পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর চান্দিল প্রচারে সহযোগিতা করার জন্য চান্দিল বাজারের লোকদের কাছে আবেদন করেছেন।

বিজেপি, অগপ এবং ইউপিপিএল এর নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ সভা সম্পন্ন

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিস্তারিত আলোচনা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রতিলক্ষ্য রেখে বিজেপি, অগপ এবং ইউপিপিএল এর মুখপাত্র তথা শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মিত্র দলগুলোর যৌথ কর্তব্য এবং দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া এই সভায় সরকারের কল্যাণকামী প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে সজাগতা এবং সচেতনতা সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া স্থিত বোড়োল্যান্ড অতিথিশালায় ভারতীয় জনতা পার্টি, অসম গণ পরিষদ এবং বোড়োল্যান্ডের ইউপিপিএল এর মুখপাত্র তথা শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এই যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় থেকে জানানো তথ্য অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সারা দেশের উন্নয়ন এবং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে সারা রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে বহু কল্যাণকামী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আসন্ন দিন গুলিতে বিজেপি, অগপ এবং ইউপিপিএল এই তিনটি দল মিলিতভাবে এনডিএ সরকারের কল্যাণকামী পদক্ষেপগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে যাবে। এদিনের বৈঠকে তিনটি দলের কার্যকর্তার মধ্যে অধিক সক্রিয়তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আগন্তুক দিনে একটি কর্মশালা আয়োজনের পাশাপাশি তিনটি দলের রাজ্য সভাপতি, মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে একটি সম্মিলিত সাংগঠনিক সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনটি দলের মুখপাত্র তথা সংবাদ বিভাগ রাজ্য পর্যায়ের মতো জেলা পর্যায়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাবে বলে এদিনের সভায় উপস্থিত তিনটি দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিজেপি, অগপ এবং ইউপিপিএল এর মুখপাত্র তথা শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভায় রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ পল্লব লোচন দাস, মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া, সংবাদ বিভাগের আহ্বায়ক দেবান ধ্রুবজ্যোতি মরল, অগপ উপসভাপতি দিলীপ পাটগিরি, সুনীল ডেকা, সাধারণ সম্পাদক মনোজ শইকীয়া, তথ্য এবং প্রচার সম্পাদক ড০ তপন দাস, ইউপিপিএল এর রঞ্জিত বসুমতারি, উইলসন হাজদা, রাকেশ ব্রহ্ম, বিধায়ক ঝলেন দৈমারি ছাড়াও তিনটি দলের মুখপাত্র এবং প্যানেলিস্টরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য এর আগে গত ৭ সেপ্টেম্বর রাজ্য বিজেপির বশিষ্ঠ স্থিত মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে এবং গত ১৩ সেপ্টেম্বর মহানগরের

আমবাড়ি স্থিত অসম গণ পরিষদের মুখ্য কার্যালয়ে দুটোর দলের মুখপাত্র এবং শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে দুটি সম্মিলিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ফুটবল প্রতিযোগিতা ও আদিবাসী সাংস্কৃতিক ছাতা মেলার আয়োজন

জামশেদপুর ঃ সারাইকেলা খারসাওয়ান জেলার অন্তর্গত নিমডিহ ব্লকের আদারডিহ ছাতা মেলা মাঠে এইচকেএমএস আদারডিহ, বিশরডিহ এবং রাঙ্গাডিহ দ্বারা একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা এবং উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ছাতা মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় প্রাচীন রীতি অনুযায়ী ছাতা উত্তোলন করা হলো। এ উপলক্ষে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক পান্তা নাচ দেখতে ভিড় জমায় সংস্কৃতিপ্রেমীরা। ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী, রানার্স আপ, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকারী দলকে নগদ পুরস্কার প্রদান করেন অতিথিরা। মেলায় উপস্থিত সংস্কৃতিপ্রেমী ও খেলোয়াড়দের উদ্দেশে প্রধান অতিথি ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সিনিয়র নেতা সহ সমাজকর্মী সুখরাম হেমব্রম বলেন, মেলাটি ঝাড়খণ্ডবাসীর প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এটা প্রচার করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। তিনি খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করে বলেন, পরাজয়ে হতাশ না হয়ে জয়ের জন্য চেষ্টা করা উচিত। সুখরাম হেমব্রম বলেছেন যে ঝাড়খণ্ডের যুব মুখ্যমন্ত্রী বিকাশ পুরুষ হেমন্ত সোরেন খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার জন্য অনেকগুলি পরিকল্পনা শুরু করেছেন, খেলোয়াড়দের তাদের সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। গ্রাম প্রধান মহাসঙ্ঘের ঝাড়খণ্ড রাজ্য সহসভাপতি বৈদ্যনাথ মাহাতো বলেন, আদারডিহের সাংস্কৃতিক ছাতা মেলা বেশ প্রাচীন। মেলার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মুখোমুখি হই। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র নাথ গোরাই, মুখিয়া সুভাষ সিং, মুখিয়া বরুণ কুমার সিং, প্রাক্তন মুখিয়া সুনীল সিং, সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি বিনোদ হেমব্রম, সম্পাদক ছুটু টুডু, কোষাধ্যক্ষ হুদির মুর্মু ও রামনাথ হেমব্রম, ক্রীড়া সম্পাদক রাখো টুডু, নীলাম্বর মার্ডি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নাগলসমানই কি জার্মানির নতুন কোচ

বার্লিন ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ টানা ব্যর্থতার দায়ে কয়েক দিন আগে জার্মানির কোচের পদ থেকে ছাঁটাই হন হানসি ফ্লিক। ২০২১ সালের আগস্টে বিশ্বকাপজয়ী কোচ ইয়াখিম ল্যুভের জায়গায় দায়িত্ব পেয়েছিলেন ফ্লিক। তাঁর অধীনে ১৭ ম্যাচের মাত্র ৪টিতে জিতেছে জার্মানি, যেখানে শেষ ৬ ম্যাচে জয় মাত্র ১টি। শেষ জয়টা আবার ৬ মাস আগে। সব মিলিয়ে ৭৭০ দিন দায়িত্বে থাকার পর ব্যর্থতার দায় কাঁধে নিয়ে চলে যেতে হয়েছে ফ্লিককে। এর পর থেকেই ফুটবলপ্রেমীদের চোখ ছিল জার্মানির নতুন কোচের পদে। কে আসছেন নাগলসমানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে সেটা নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জনও। লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপসহ একাধিক হাইপ্রোফাইল কোচের নাম শোনা গেলেও পরে জানা যায়, বায়ার্ন মিউনিখের সাবেক কোচ ইউলিয়ান নাগলসমানই হতে যাচ্ছেন জার্মানির নতুন কোচ। এরই মধ্যে নাকি জার্মানির পক্ষ থেকে নাগলসমানকে প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে এবং দুই পক্ষ সমঝোতায়ও পৌঁছেছে। এর আগে দুই পক্ষের সমঝোতার বিষয়টি ঝুলে আছে বলে জানায় জার্মান সংবাদমাধ্যম কিকার। তারা জানায়, দুই পক্ষ নাকি বেতনের বিষয়ে একমত হতে পারছে না। সংবাদমাধ্যমটির দেওয়া তথ্যমতে, জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ডিএফবি) নাকি নাগলসমানকে বছরে ৪০ লাখ ইউরোর প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু নাগলসমানের চাওয়া বছরে ৭০ মিলিয়ন ইউরো। বেতন নিয়ে দুই পক্ষের বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণেই মূলত ঝুলে যায় নাগলসমানের দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টি। এদিকে আরেক জার্মান সংবাদমাধ্যম বিল্ডসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, দুই পক্ষই চুক্তির ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছে। ২০২৪ সালের ইউরো পর্যন্ত নাগলসমানের দায়িত্বে থাকাটা নিশ্চিত। আর জার্মানিতে আজকের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সামনে আসবে বলেও জানায় তারা। তবে নাগলসমানের জন্য ডিএফবির প্রস্তাবিত বেতন, বায়ার্ন তাঁকে যা দিত, তার চেয়ে অনেক কম। নাগলসমান বায়ার্নে বছরে দুই কোটি ইউরো করে পেতেন। দায়িত্বে থাকলে ২০২৬ পর্যন্ত এ বেতন পাওয়ার কথা ছিল তাঁর। এর আগে গত মার্চে পারফরম্যান্স অসন্তোষজনক হওয়ার কারণে নাগলসমানকে ছাঁটাই করে বায়ার্ন মিউনিখ। সে সময় দেওয়া বিবৃতিতে তাঁকে ছাঁটাইয়ের বিষয়টি ব্যাখা করা হয় এভাবে, 'রোববার (১৯ মার্চ) বেয়ার লেভারকুসেনের কাছে হারের পরই আমরা প্রধান নির্বাহী অলিভার কান ও প্রযুক্তিগত পরিচালক মার্কো নেপ্পের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম। আমরা সবকিছু পর্যালোচনা করেছি। বিশেষ করে মৌসুমের দ্বিতীয়াংশ। জানুয়ারির পর আমরা মাত্র ৩টি ম্যাচ জিতেছি। স্টুটগার্ট ও ভল্ফসবুর্গের বিপক্ষে জয় দুটিই ছিল ভাগ্যের জোরে।' তবে একাধিক সংবাদমাধ্যম সে সময় ছাঁটাইয়ের কারণ হিসেবে তাঁর প্রেমিকার কথাও বলেছিল। জার্মানির বিখ্যাত সংবাদপত্র বিল্ডের বায়ার্ন মিউনিখ প্রতিনিধি লিনা ভুরজেনবার্গার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন নাগলসমান। লিনার মাধ্যমে দলের ভেতরকার খবর বাইরে আনার কারণে নাগলসমান ছাঁটাই হয়েছেন বলে জানায় অনেক সংবাদমাধ্যম। যদিও এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

পারস্য গালিচা উপহার, সেলফির জন্য হাহাকার ইরানে রোনালদোজ্বর

তেহরান ঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এখন ইরানে। আজ বাংলাদেশ সময় রাত ১২টায় তাঁর দল আল নাসর এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে ইরানের ক্লাব পার্সেপোলিসের বিপক্ষে খেলবে। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের তথ্য অনুযায়ী, পার্সেপোলিস এশিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় দল।

এশিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় সেই দলের বিপক্ষে খেলতে যাওয়া রোনালদোকে ঘিরে ইরানে চলছে উন্মাদনা। ইরানে যে পর্তুগালের তারকা ফুটবলার কতটা জনপ্রিয়, সেটা বোঝা গেছে আল নাসর ইরানের তেহরানে পৌঁছানোর পর।

এমনিতেই সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের ইরান সফরের অন্য রকম মাহাত্ম্য আছে। এই সফরের আগে সৌদি আরব সরকার ও দেশটির ফুটবল ফেডারেশন সৌদি নাগরিকদের ইরান ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে, যেটা সাত বছর ধরে ছিল।

সৌদি আরবের সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কারণেই ইরানের ফুটবলপ্রেমীরা আল নাসরের হয়ে খেলতে আসা রোনালদো, সাদিও মানে, মার্সেলো ব্রোজোভিচ আর এমেরিক লাপোর্তের মতো তারকাদের নিজেদের মাঠে বসে দেখতে পারবে।

মানে, ব্রোজোভিচ, লাপোর্তেও ইরানের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে বড় তারকাই। তবে রোনালদোর জনপ্রিয়তার

ধারেকাছেও নেই তাঁরা। আল নাসর দল বিমানবন্দরে নামার পর রোনালদোকে স্বাগত জানানো হয় ইরানের বিখ্যাত পারস্য গালিচা উপহার দিয়ে। সেই গালিচায় আবার রোনালদোর নাম খচিত। সৌদি আরবের সরকার ইরানকে অনুরোধ করেছিল, রোনালদো মানেসহ আল নাসরের সব খেলোয়াড়কে যেন অবারিতভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়। সেই অনুরোধ অবশ্য পুরোপুরি রাখেনি ইরান সরকার। ইরানের সংস্কৃতিমন্ত্রী এজ্জাতোল্লাহ জারগামি বলেছেন, ইরান থেকে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সেখানকার অ্যাপ ইতা ও বাল্লাহ ইনস্টল করতে হবে। ইরানে রোনালদোর প্রথম কয়েক ঘণ্টা অন্য রকম কেটেছে। আল নাসরের বাস যেখানেই গেছে, ঘিরে ধরেছে রোনালদোর ভক্তদের দল। আল নাসর দল হোটেলে পৌঁছানোর পর রোনালদোর ভক্তদের সামলাতে গলদঘর্ম হতে হয়েছে নিরাপত্তাকর্মীদের।

ইরানের ফুটবলপ্রেমীরা রোনালদোর কাছাকাছি যেতে যেন জীবন বাজি রাখছিল। প্রিয় তারকার সঙ্গে একটি সেলফির জন্য হাহাকার করতে দেখা গেছে অনেককে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আল নাসরের গতকালের অনুশীলন সেশনও বাতিল করতে হয়েছে।

হেরমোসোর দাবি, বিশ্বকাপজয়ী খেলোয়াড়দের ভয় দেখানো আর হুমকি দেওয়া হচ্ছে

স্পেন ঃ স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনে নিজেদের চাওয়া অনুযায়ী পরিবর্তন না এলে জাতীয় দলের হয়ে আর খেলবেন না বলে গত শুক্রবার বিবৃতি দিয়েছেন নারী বিশ্বকাপ জেতা ২৩ জনসহ ৩৯ ফুটবলার। এর মধ্যেই নেশনস লিগের দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছেন স্পেন নারী দলের নতুন কোচ মোনৎেস তোমে।

এর মধ্যে বিবৃতিতে সই করা বিশ্বকাপজয়ী খেলোয়াড়দের ১৫ জনকেও দলে ডেকেছেন স্পেনের নারী দলের নতুন কোচ। অবশ্য এই ১৫ জনের মধ্যে নেই হেনি হেরমোসো। গত ২০ আগস্ট ইংল্যান্ডকে হারিয়ে স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ের দিন পুরস্কার মঞ্চে তাঁর ঠোঁটে জোর করে চুমু দিয়েছিলেন দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান লুইস রুবিয়ালেস। বিতর্কের শুরু এর পর থেকেই।

সে ঘটনার জেরেই স্পেনের নারী খেলোয়াড়েরা জাতীয় দল বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের দাবি ছিল, ফেডারেশনে ঢালাওভাবে পরিবর্তন আনতে হবে, কিন্তু সেটা হয়নি। ঘটনার জেরে ফিফা রুবিয়ালেসকে ফুটবল থেকে সাময়িক নিষিদ্ধ করে। পরে তিনি স্পেনের ফুটবল ফেডারেশনের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। এর মধ্যে আদালত রুবিয়ালেসকে নিজেকে 'সংযত রাখা'র আদেশ দিয়েছেন। হেরমোসোর ২০০ মিটারের মধ্যে যেতে পারবেন না তিনি, এমন আদেশও দেওয়া হয়। এদিকে হেরমোসোকে সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে নেশনস লিগের ম্যাচের দলে না রাখা নিয়ে কোচ মোনৎেস তোমে বলেছেন, 'তাকে রক্ষা করতেই দলে রাখা হয়নি। এটাই তাকে রক্ষা করার সেরা উপায়।' এই রক্ষা করার বিষয় নিয়ে অবশ্য এক্সে (টুইটার) প্রশ্ন তুলেছেন হেরমোসো।

স্পেনের তারকা নারী ফুটবলার লিখেছেন, 'আমাকে কী থেকে রক্ষা করবে? কার থেকে রক্ষা করবে?' এমন প্রশ্ন করার পাশাপাশি একটা অভিযোগও করেছেন ৩৩ বছর বয়সী ফুটবলার। তাঁর দাবি, 'ফেডারেশন ভয় দেখাচ্ছে আর হুমকি দিচ্ছে।' হেরমোসো টুইটারে লিখেছেন, 'খেলোয়াড়েরা নিশ্চিত, এই যে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া আর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ভয় দেখানো এবং হুমকি দেওয়াটা বিভাজন তৈরি করার একটা কৌশল।'

রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণে কতটা এগুলো ইউক্রেন?

ইউক্রেন (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইউক্রেনের জেনারেলরা বলেছেন যে তাদের সৈন্যরা দক্ষিণে রাশিয়ার প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'ভেঙে দিয়েছে'। বিবিসি জানার চেষ্টা করেছে যে ইউক্রেনীয় বাহিনী এক্ষেত্রে সত্যিই কতটা অগ্রসর হয়েছে এবং ফ্রন্ট লাইনে বা সম্মুখ সারিতে তাদের এগিয়ে থাকার কী ধরণের প্রমাণ রয়েছে।

রুশ বাহিনীকে তাদের দখলকৃত ভূমি থেকে সরিয়ে দিতে জুনের শুরুতে ইউক্রেন বড় পাল্টা আক্রমণ শুরু করে।

প্রায় ৬০০ মাইল বা ৯৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্রন্টলাইন বরাবর তিনটি পয়েন্টে তারা আক্রমণ চালিয়েছে।

জাপোরিঝিয়া শহরের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকাটি কৌশলগতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আজভ সাগরের এই দিকটায় সফলভাবে হামলা চালানো হলে, রাশিয়ার সরবরাহ রুট বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

কেননা এই অংশটি রুশ শহর রোস্তভ-অন-ডনকে ক্রাইমিয়ার সাথে সংযুক্ত করেছে।

জাপোরিঝিয়া অঞ্চলের রোবোটাইন এবং ভারবোভ গ্রামের আশেপাশের এলাকা ছাড়া এই ফ্রন্টে খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি।

ইউক্রেন যদি এই প্রধান সরবরাহ রুটটি বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে, তবে ক্রাইমিয়াতে রাশিয়ার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে। ক্রাইমিয়া ২০১৪ সালে রাশিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছিল।

তবে উল্লেখযোগ্য বাধা সত্ত্বেও, ইউক্রেনীয় সৈন্যদের দক্ষিণ ফ্রন্ট বরাবর রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দেয়ার নিশ্চিত কিছু প্রমাণ রয়েছে।

বিবিসি ভারবোভের কাছাকাছি ফ্রন্টলাইন বরাবর ধারণ করা নয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভিডিও যাচাই করেছে। ভিডিওগুলোয়, ইউক্রেনীয় বাহিনীকে ভারবোভের উত্তরে রুশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লঙ্ঘন করতে দেখা গিয়েছে।

তবে, ভিডিওতে ধারণ করা এসব দৃশ্য দেখেই বলা যাবে না যে ইউক্রেন এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নিতে পেরেছে।

এখন পর্যন্ত ইউক্রেনের শুধুমাত্র পদাতিক বাহিনী রুশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করতে পেরেছে।

ইউক্রেনীয় সাঁজোয়া যানের বহরকে এই ফাঁক গলে দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করতে দেখা যায়নি।

মস্কো এই পাল্টা আক্রমণের বিষয়টি অনেক আগেই অনুমান করতে পেরেছিল এবং এজন্য দেশটি গত কয়েক মাস ধরে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী কয়েক স্তরবিশিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

স্যাটেলাইটে ধারণ করা ছবিতে দেখা গেছে, ইন্টারলকিং বাধার সারি, পরিখা, বাঙ্কার এবং স্থল মাইন পোঁতা এলাকাসহ সম্ভাব্য সব জায়গায় যুদ্ধাস্ত্র, সাথে পদাতিক বাহিনী মোতায়েন করে প্রস্তুত রাশিয়া।

স্থল মাইন পোঁতা বিশাল এলাকা প্রাথমিকভাবে ইউক্রেনের অগ্রযাত্রার গতি কমিয়ে দিয়েছে।

এই মাইনফিল্ডগুলো গোলাবারুদে পরিপূর্ণ, কিছু কিছু জায়গায় এক বর্গ মিটার এলাকায় পাঁচটি পর্যন্ত মাইন পোঁতা হয়েছে।

জুন মাসে ইউক্রেনের প্রথম প্রচেষ্টা দ্রুত ব্যর্থতার মুখে পড়েছিল।

তখন তাদের কাছে থাকা আধুনিক, পশ্চিমা মিত্র দেশগুলোর সরবরাহ করা যুদ্ধাস্ত্র বিকল হয়ে যায় এবং পুড়ে যায়।

ইউক্রেনের পদাতিক বাহিনী একইভাবে অচল হয়ে পড়ে, সেসময় ভয়ঙ্কর হতাহতের ঘটনা ঘটে।

কিয়েভকে তখন থেকে প্রায়ই রাতে পায়ে হেঁটে না হলে গোলাগুলি চলা অবস্থায় এই মাইনগুলো পরিষ্কার করতে হয়েছে।

তাই এখন পর্যন্ত ইউক্রেন খুব ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

রাশিয়ার মাইন, ড্রোন এবং ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী ক্ষেপনাস্ত্রের সামনে ইউক্রেনের সাঁজোয়া যান এখনো ঝুঁকিপূর্ণ।

বিবিসি ভেরিফাইয়ের বিশ্লেষণ করা এক ভিডিওতে দেখা গেছে, ব্রিটেনের দেয়া একটি চ্যালেঞ্জার-টু সজোঁয়া যান রোবটাইনের হামলা মুখে পড়েছে।

তবে, স্থল মাইন পোঁতা বিশাল এলাকার উল্লেখযোগ্য অংশ পরিষ্কার হয়ে গেলে এবং সেখানে রুশ বাহিনীকে দমন করা গেলে ইউক্রেনের পক্ষে সংখ্যায় এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

কিংস কলেজ লন্ডন ওয়ার স্টাডিজ বিভাগের ড. মেরিনা মিরন বলেন, ইউক্রেনীয়দের এখন যে সমস্যাটি আছে, তা হল, তাদের সৈন্য সংখ্যা বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে।

ইতোমধ্যে রাশিয়া নিজেদের শক্তি অনেকটাই পুনরুদ্ধার করেছে, এবং তাদের অবস্থান এখন এতটাই দৃঢ় ও শক্তিশালী যে রুশ বাহিনী ইউক্রেনের দখল করা এলাকা পুনর্দখল নিতে পারে।

বিবিসি ড্রোন দিয়ে করা একটি রুশ ভিডিওর ভৌগলিক অবস্থান চিহ্নিত করেছে, যা দেখে অনুমান করা যায়, ভিডিভি নামে রাশিয়ার এলিট বিমান বহর এখন ভার্বোভ শহরের কাছাকাছি মোতায়েন করা হয়েছে।

যার মাধ্যমে ইউক্রেনের যেকোন পাল্টা আক্রমণের ঝুঁকি সাথে সাথে মোকাবেলা করা যায়।

লন্ডন-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আরইউএসআইয়ের রাশিয়া বিশ্লেষক কাতেরিনা স্টেপানেঙ্কো বলেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনীয় বাহিনী রুশ বাহিনীর প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে।

গোলাগুলির পাশাপাশি, ড্রোন হামলা এবং শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক কাঠামোর পাশাপাশি - রুশ বাহিনী ব্যাপকভাবে ইলেকট্রনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করছে বলে জানা যায়। যার লক্ষ্য ইউক্রেনের সংকেত পাঠানো ব্যবস্থা এবং ড্রোন ব্যবহারে বাধা দেওয়া।

ইউক্রেনের দাবি অনুযায়ী তারা হয়ত উপকূলের দশ শতাংশের কিছু বেশি এলাকায় এগিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সফলতার হার আরো কম।

এদিকে, টানা তিন মাস কঠিন আক্রমণের মুখে এখন ক্লান্ত এবং সম্ভবত কিছুটা নিরাশ হয়ে পড়েছে রুশ বাহিনী। সেই সাথে রাশিয়ার সরবরাহ পথ লক্ষ্য করেও বেশিরভাগ দূরপাল্লার হামলা চালানো হয়েছে।

এখন ইউক্রেন যদি রুশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে টোকমাক শহর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, তাহলে তারা ক্রাইমিয়া সাথে রাশিয়ার রেল ও সড়ক সরবরাহ রুটগুলোকে তাদের সীমার মধ্যে নিয়ে আসতে পারবে। যদি তারা তা করতে পারে, তাহলে এই পাল্টা আক্রমণ একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দিকে যেতে পারে।

এর মাধ্যমে, এই যুদ্ধ হয়ত শেষ হবে না, কিন্তু তার ফলে হয়ত ২০২৪ সালটা কিছুটা ভালো অবস্থানে শুরু করতে পারবে ইউক্রেন।

আর এ যুদ্ধ হয়ত দীর্ঘতর হতে পারে, কিন্তু এই মূহুর্তে ইউক্রেনের এই অগ্রগতি হয়ত মস্কোর যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে, এবং যখন শান্তি আলোচনা শুরু হবে তখন ইউক্রেনকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে রাখবে।

কিন্তু কিয়েভের হাতে সময় খুব কম। কেননা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বর্ষাকাল চলে আসবে। রাস্তাঘাট কাদায় মাখামাখি হয়ে যাবে, সৈন্যদের অগ্রগতিকে যা বাধাগ্রস্ত করবে।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সাথেও ইউক্রেনের অগ্রগতির ঘনিষ্ট যোগ আছে।

দেশটিতে যদি রিপাবলিকানরা জিতে যায়, তাহলে ইউক্রেনের প্রতি মার্কিন সামরিক সহায়তা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেতে পারে।

প্রেসিডেন্ট পুতিন জানেন যে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কঠোর অবস্থানে থাকতে হবে।

আর ইউক্রেনীয়রা জানে যে তাদের এই পাল্টা আক্রমণ সফল করতে হবে।

টুকরো খবর

হাঁচিকাশি আসলে রুবেলা কিনা কীভাবে বুঝবেন?

ঢাকা ঃ রুবেলা বা রুবিওলা হল মোরবিলি ভাইরাসঘটিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে একটি রোগ। এটি অনেকটা কোভিডের মতোই আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি কাশির ড্রপলেট থেকে ছড়ায়। এর সাথে হামের কিছু মিল আছে যেমন সংক্রমণের ফলে শরীরে লাল বা গোলাপি ফুসকুড়ি দেখা দেয়। একে জার্মান হাম বা তিন দিনের হামও বলা হয়। রুবেলার সবচেয়ে ভয়ের দিকটি হল আপনি এতে আক্রান্ত হলেও শুরুতে কিছুই টের পাবেন না। কারণ রোগের লক্ষণ প্রকাশের আগে ভাইরাসটি রোগীর দেহে সাত থেকে ২১ দিন পর্যন্ত সুপ্তাবস্থায় থাকতে পারে। এটি যদিও খুব জটিল রোগ নয় তবে কোনও মা গর্ভাবস্থায় সংক্রমিত হলে এর পরিণতি শিশুর জন্য ভয়াবহ হতে পারে। এছাড়া শিশুরা আক্রান্ত হলে এটি তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সম্প্রতি রুবেলার বিষয়ে নানা তথ্য জানতে চাচ্ছেন নেটিজেনরা।

লক্ষণ

ব্রিটেনের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের তথ্য মতে, রুবেলার কিছু সাধারণ লক্ষণ রয়েছে। সেগুলো হল ঃ

১. লাল বা গোলাপি ফুসকুড়ি, যা সামান্য উঁচু হয়। তবে সংক্রমণের পর ফুসকুড়ি দেখা দিতে দুই থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগে। ফুসকুড়ি কানের পিছনে শুরু হয় এবং পরে মাথা, ঘাড় ও শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। কালো ত্বকে ফুসকুড়ি দেখা কঠিন হতে পারে, তবে শরীরের চামড়া ধরে দেখলে রুক্ষ বা আঁশযুক্ত বোধ হতে পারে
২. মাথা ও ঘাড়ের পেছনের গ্রন্থি ফুলে যাওয়া এবং ব্যথা হওয়া, কানের পিছনের লিম্ফ নড পিণ্ডর মতো ফুলে যাওয়া
৩. জয়েন্টে ব্যথা, বিশেষ করে আঙ্গুল, কব্জি বা হাঁটুতে ব্যথা
৪. জ্বর
৫. হাঁচিকাশি এবং নাক দিয়ে পানি পড়া
৬. মাথাব্যথা, গলা ব্যথা
৭. শরীরে কালশিটে
৮. চোখমুখ ফুলে যাওয়া, চোখ চুলকানো, চোখ লাল হয়ে যাওয়া
৯. শরীর ম্যাজ ম্যাজ করা
১০. ক্ষুধা মন্দা, বমি বমি ভাব, দুর্বলতা

চিকিৎসা

রুবেলা ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ নেই। চিকিৎসকরা সাধারণত উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। রুবেলা মূলত মাঝারি ধাঁচের রোগ। ভাইরাসটি প্রথমে শ্বাসনালীতে সংক্রমিত হয়, এরপর রক্তের মাধ্যমে দেহের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যা কোনও চিকিৎসা ছাড়াই সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। তবে রোগটি ছোঁয়াচে হওয়ায় লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে নিজেকে আলাদা করে ফেলতে হবে

সেইসাথে প্রচুর বিশ্রাম নিতে হবে এবং এই সময় পরিশ্রমের কাজ না করাই ভালো

স্বাভাবিক খাবারদাবারের পাশাপাশি রোগীকে প্রচুর জল ও তরল জাতীয় খাবার খেতে দিতে হবে

খাবারের তালিকায় ভিটামিন 'এ' ও 'সি' যুক্ত ফল রাখা গেলে ভালো হয়

জ্বর হলে ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর বার বার মুছে জ্বর কমানোর চেষ্টা করতে হবে

প্রতিদিন গোসল করাতে হবে

কোনও ওষুধ খাওয়ানোর আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে

চোখের উপর চাপ সৃষ্টি হয় এমন কাজ এড়িয়ে চলতে হবে, যেমন লম্বা সময় মোবাইল ব্যবহার করা অথবা ছোট অক্ষরে লেখা পড়া

গর্ভাবস্থায় রুবেলা

বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে রুবেলার উপসর্গ খুব একটা জটিল হয় না। কিন্তু কেউ যদি গর্ভবতী অবস্থায় আক্রান্ত হন তবে রুবেলা অনাগত শিশুর ক্ষতি করতে পারে ঃ

এতে মায়ের গর্ভপাতের ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যায়

শিশুর জন্মের পরে তার বিকাশ বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে ঃ চোখে ছানি পড়া, গ্লোকমা, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, ত্রুটিপূর্ণ চোখের গঠন, অন্ধত্ব

শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া বা বধিরতা

জন্মগত হার্টের জটিলতা

মস্তিষ্কে সমস্যা, মাথার আকার ছোট বা মানসিক ভারসাম্যহীনতা

রুবেলা ভাইরাসের কারণে হওয়া এসব জন্মগত ত্রুটি কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম বা সিআরএস নামে পরিচিত। গর্ভাবস্থায় যত শুরুর দিকে সংক্রমণ হবে, ঝুঁকি তত বেশি।

সিআরএস প্রতিরোধে কার্যকর কোনও চিকিৎসা নেই।

তবে গর্ভাবস্থার ২০ সপ্তাহ পরে যদি গর্ভবতী রুবেলা আক্রান্ত হন তবে সিআরএস হওয়ার ঝুঁকি তেমন থাকে না।

২০ সপ্তাহের মধ্যে কোনও গর্ভবতী নারী রুবেলা আক্রান্ত কারও সংস্পর্শে এলে তাকে ইমিউনোগ্লোবিউলিন দেয়া হয়ে থাকে।

প্রতিরোধ

রুবেলার যেহেতু সুনির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা নেই। তাই রুবেলাকে টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা খুব জরুরি বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

ব্রিটেনের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগও বলছে, রুবেলা প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হল হাম-মাম্পস-রুবেলা (এমএমআর) টিকার দুই ডোজ টিকা প্রয়োগ।

এই টিকা রুবেলা প্রতিরোধে নিরাপদ এবং অত্যন্ত কার্যকর। সব বয়সেই এই টিকা নেয়া যায়।

বাংলাদেশে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির অধীনে অন্যান্য রোগের পাশাপাশি রুবেলা প্রতিরোধেও টিকা দেয়া হয়।

টিকার প্রথম ডোজটি সাধারণত শিশুর নয় থেকে ১৫ মাসের মধ্যে দেয়া হয় এবং দ্বিতীয় ডোজ দেয়া হয় শিশুর সাড়ে তিন থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যে।

এছাড়া প্রাপ্তবয়স্করা এই টিকা নিতে পারেন। সাধারণত প্রথম ডোজ নেয়ার কমপক্ষে এক মাস থেকে তিন মাস পর দ্বিতীয় ডোজ দেয়া হয়।

বিশেষ করে গর্ভধারণের আগে মেয়েরা যথেষ্ট রুবেলা প্রতিরোধী কিনা দেখে নিতে হবে।

যদি কারও রক্তের অ্যান্টিবডি পরীক্ষায় আইজিজি পজিটিভ আসে, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি আগে রুবেলায় আক্রান্ত হয়েছেন। তার শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠেছে। এজন্য টিকা দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে আইজিজি নেগেটিভ আসা মানে তিনি আগে আক্রান্ত হননি, ভবিষ্যতে আক্রান্ত হতে পারেন। সেক্ষেত্রে টিকা নিয়ে নিতে হবে। গর্ভধারণের আগে টিকা নেয়াই বেশি নিরাপদ।

চেষ্টা করতে হবে টিকা নেয়ার এক মাসের মধ্যে গর্ভবতী না হতে।

তবে কেউ যদি গর্ভাবস্থায় দেখেন রক্ত পরীক্ষা নেগেটিভ এসেছে তাহলে সন্তান জন্ম দেয়ার পর টিকা নিতে পারেন। এতে শিশু দুধ পানে সমস্যা হবে না।

তবে গর্ভকালীন সময়ে মাকে সাবধান থাকতে হবে যেন এই রোগের সংক্রমণ না হয়।

এই টিকা রুবেলার বিরুদ্ধে আজীবন সুরক্ষা প্রদান করে। টিকার কারণে অনেক দেশে রুবেলা সংক্রমণ বিরল এমনকি অস্তিত্বহীন।

রুবেলার সংক্রমণ এড়ানোর উপায়

রুবেলার লক্ষণ দেখা দেয়ার এক সপ্তাহ আগে থেকে এবং লক্ষণ দেখা দেয়ার পাঁচ দিন পর পর্যন্ত এই রোগের সংক্রমণ ছড়াতে থাকে। এই রোগ মূলত হাঁচিকাশির মাধ্যমে ছড়ায়। সে কারণে ঃ

অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে। বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এড়িয়ে চলতে হবে

আপনি যদি নিজে সংক্রমিত হন এবং যেহেতু সংক্রমণের প্রভাব কিছু লোকের জন্য গুরুতর হতে পারে, তাই চেষ্টা করতে হবে আপনার মাধ্যমে যেন রোগটি না ছড়ায়

ফুসকুড়ি দেখা দেয়ার পরে পাঁচ দিনের জন্য স্কুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, বাজার, ধর্মীয় উপাসনালয় বা জনসমাগম হয় এমন জায়গায় যাওয়া বন্ধ রাখতে হবে

একটু পর পর হাত সাবান পানি দিয়ে ২০ সেকেন্ড ধরে ধুয়ে নিতে হবে

নাকে, চোখে, মুখে হাত দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে

কাশি বা হাঁচির সময় টিস্যু ব্যবহার করে ব্যবহৃত টিস্যু ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হবে

আক্রান্ত ব্যক্তির বাসন-কোসন, তোয়ালে, জামাকাপড় বা বিছানা আলাদা রাখতে হবে

আগে টিকা নেয়া না থাকলে রুবেলা প্রাদুর্ভাবের এলাকায় যাওয়ার আগে টিকা নিতে হবে

যাদের ফুসকুড়ি আছে বা অজানা অসুখ থাকতে পারে বলে মনে হচ্ছে, তাদের সাথে শারীরিক যোগাযোগ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে

আপনি যদি মনে করেন যে আপনি এমন কারো সংস্পর্শে এসেছেন যার রুবেলার লক্ষণ আছে, যেমন ফুসকুড়ি, সেইসাথে গর্ভাবস্থায় যদি আপনার শরীরে ফুসকুড়ি হয়, তাহলে সরাসরি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

বাংলাদেশে মুরগির বাজারও কি এবার কারসাজির কবলে?

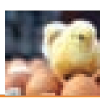

ঢাকা : ডিমের পর এবার মুরগির বাচ্চা নিয়েও ব্যবসায়িক কারসাজির অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশের কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে। খামারিদের অভিযোগ কোম্পানিগুলো এক দিন বয়সী মুরগির বাচ্চার দাম ধাপে ধাপে প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে অচিরেই দেশের ব্রয়লার মুরগি আর ডিমের দাম আবারও বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি যে মুরগির বাচ্চার দাম ছিল ২৭ থেকে ৩৫ টাকার মধ্যে সেই মুরগির বাচ্চা এখন বিক্রি হচ্ছে ৪২ থেকে ৫২ টাকায়। এর কারণ হিসেবে কোম্পানিগুলো আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া কথা বললেও একে কোম্পানিগুলোর পরিকল্পিত সিন্ডিকেট কারসাজি বলে দাবি করছেন খামারিরা। প্যারাগন হ্যাচারি লিমিটেডের পক্ষ থেকে প্রান্তিক খামারিদের পাঠানো ক্ষুদেবার্তা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, গত ২০শে আগস্ট প্রতিটি ব্রয়লার মুরগির বাচ্চার বিক্রয়মূল্য ছিল গ্রেড ভেদে ২৭ থেকে ৩৫ টাকা। লেয়ার বাচ্চার দাম ধরা হয়েছিল ৫৬ থেকে ৫৮ টাকায়। কক বাচ্চার দাম ছিল ১৩ থেকে ১৪ টাকা।প্যারাগন কালার ও সোনালি মুরগির বাচ্চা বিক্রি হয়েছে যথাক্রমে ৪৫ ও ২৩ টাকায়। অথচ ১৮ই সেপ্টেম্বর প্যারাগনের এক দিন বয়সী ব্রয়লার বাচ্চার বিক্রয়মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪ থেকে ৫২ টাকায়। লেয়ার বাচ্চা ও কক বাচ্চা বিক্রি হয়েছে যথাক্রমে ৬৬ ও ২২ টাকা এবং কালার মুরগির বাচ্চার দাম ধরা হয়েছে ৫৬ টাকা।

কানাডায় শিখ নেতা হত্যার সাথে ভারতকে জড়ালেন জাস্টিন ট্রুডো

ব্রিটিশ কলম্বিয়া । কানাডার শিখ নেতা হারদিপ সিং নিজ্জার হত্যার পেছনে ভারত সরকারের হাত থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো।

কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের একটি শিখ মন্দিরের বাইরে গত ১৮ই জুন গুলি করে হত্যা করা হয় হারদিপ সিং নিজ্জারকে।

সোমবার কানাডার হাউজ অব কমন্সের সভায় মি. ট্রুডো বলেন, কানাডার গোয়েন্দা সংস্থা মি. নিজ্জারের হত্যার সাথে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতার 'বিশ্বাসযোগ্য' প্রমাণ খুঁজে পেয়েছে।

ভারত এ অভিযোগকে 'অযৌক্তিক' বলে নাকচ করে দিয়েছে।

এক বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মি. ট্রুডোর মন্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে দাবি করেছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে ঃ আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং আইনের শাসনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভারতের ঐ বিবৃতিতে বলা অভিযোগ তোলা হয় যে কানাডা দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরুপ 'খালিস্তানি সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদের' আশ্রয় দিয়ে আসছে।

মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয় কানাডার মাটিতে চলতে থাকা সব ধরণের ভারত বিরোধী কাযর্কলাপরে বিরুদ্ধে কার্যকর আইনি পদক্ষেপ নেয়ার জন্য কানাডিয়ান সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি আমরা।

যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজ মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে মন্তব্য করেছে যে মি. ট্রুডোর অভিযোগের বিষয়ে তারা 'গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।'

হোয়োইট হাউজের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র অ্যাড্রিয়েন ওয়াটসন বলেছেন, আমাদের কানাডিয়ান সহযোগীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি আমরা। কানাডার তদন্ত যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং দোষীরা বিচারের আওতায় আসে, তা নিশ্চিত করা জরুরি।

তবে, কয়েকদিন আগে শেষ হওয়া জি২০ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে আলোচনায় বিষয়টি উত্থাপন করেন মি. ট্রুডো।

মি. ট্রুডোর সাম্প্রতিক এই মন্তব্যের পরপরই কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলানি জোলি সাংবাদিকদের জানান, এই ঘটনার জের ধরে কানাডা পবন কুমার নামের একজন ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে।

এই ঘটনার জের ধরে মঙ্গলবার সকালে ভারতে অবস্থিত সিনিয়র কানাডিয়ান কূটনৈতিককে বহিস্কারের আদেশ দিয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন ঃ কানাডার হাই কমিশনারকে তলব করা হয়েছে এবং ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আগামী পাঁচদিনের মধ্যে তাকে ভারত ত্যাগ করতে হবে। তবে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চলমান থাকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিজ জোলি।

সোমবার হাউজ অব কমন্সে বক্তব্য রাখার সময় মি. ট্রুডো বলেন, কানাডার মাটিতে একজন কানাডিয়ান নাগরিক হত্যায় বিদেশি কোনো সরকারের সংশ্লিষ্টতা আমাদের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন।

স্বাধীন, মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যেভাবে কাজ করে, তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এ ধরণের ঘটনা, বলেন তিনি।

ভারত এর আগে মি. নিজ্জারের হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

তবে, তদন্তকারীরা ইতোমধ্যে এই হত্যাকাণ্ডকে 'পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

জুনের মাঝামাঝি গ্রীষ্মকালের এক সন্ধ্যায় ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারে শহরের গুরু নানক শিখ গুরুদুয়ারার গাড়ি পার্কিংয়ে মি. নিজ্জারকে গুলি করে হত্যা করে দুইজন মুখোশ পরিহিত বন্দুকধারী।

সেসময় তিনি তার গাড়ির ভেতরে ছিলেন।

কানাডার উত্তরপশ্চিমের প্রদেশ ব্রিটিশ কলম্বিয়ার একজন প্রভাবশালী শিখ নেতা ছিলেন মি. নিজ্জার।

ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে শিখদের স্বাধীন দেশ খালিস্তানের পক্ষে প্রচারণা চালাতেন তিনি।

তার সমর্থকেরাও বলেছেন, এর আগেও খালিস্তান আন্দালনে যুক্ত হওয়ার জন্য তাকে বহুবার হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে।

ভারত এর আগে মি. নিজ্জারকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে দেশটির অভিযোগ ছিল তিনি সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

তবে মি. নিজ্জারের সমর্থকেরা ওই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করেছেন।

ওয়ার্ল্ড শিখ অর্গানাইজেশন বলছে, গত গ্রীষ্মে কানাডার গোয়েন্দা সংস্থাকে হারদিপ সিং নিজ্জার জানিয়েছিলেন যে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। সংস্থাটি বলছে, স্বাধীন শিখ রাষ্ট্রের ইস্যুতে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারেতে সেপ্টেম্বরে একটি গণভোট আয়োজন করতে যাচ্ছিলেন মি. নিজ্জার।

স্বাধীন খালিস্তান গঠনের প্রশ্নে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরণের গণভোট আয়োজন করা হয়ে আসছিল।

গত বছর কানাডার অন্টারিও প্রদেশের ব্র্যাম্পটন শহরে একই রকম একটি গণভোট আয়োজন করা হয়। ব্র্যাম্পটনে শিখ জনসংখ্যা প্রায় এক লাখ ৬০ হাজার।

ভারত এবং কানাডায় কী ধরণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে?

ঐ গণভোটের পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছিল যে 'কানাডায় বিদ্বেষমূলক অপরাধ, বিচ্ছিন্নতাবাদী সহিংসতা ও ভারত বিরোধী কার্যক্রম ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।'

মন্ত্রণালয় তাদের বিবৃতিতে অবশ্য কোনো গণভোট বা নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার উল্লেখ করেনি।

ভারতের ভেতরেও মি. নিজ্জারের হত্যাকাণ্ড নিয়ে ভিন্ন মতামত রয়েছে।

ভারতের অনেকে মনে করেন কানাডায় শিখদের অভ্যন্তরীন কোন্দলের কারণে হত্যার শিকার হয়েছেন মি. নিজ্জার।

আবার কেউ কেউ মনে করেন কানাডার খালিস্তান সমর্থকরা মার্চ মাসে বিক্ষোভের সময় 'ভারত বিরোধী' গ্রাফিতি ব্যবহার করা এবং অটাওয়ার ভারতীয় হাই কমিশনে হামলা করার সাথেও মি. নিজ্জারের হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক থাকতে পারে।

শিখদের পাশাপাশি কানাডার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদেরও অনেকে মনে করেন ভারত সরকার তাদের গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে শিখদের খালিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে গুজব ছড়াচ্ছে।

ভারত এ ধরণের অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে তাদের সম্পর্কে ভাটা পড়েছে।

ভারতের সাথে সম্প্রতি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত করেছে কানাডা।

এ বিষয়ে বিস্তারিত না জানালেও ভারতের পক্ষ থেকে কারণ হিসেবে বলা হয়েছে 'নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব' হওয়ায় চুক্তি স্থগিত হয়েছে।

এই শিখ নেতার মৃত্যুর বিষয়ে কানাডায় অবস্থিত ভারতের উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মি. ট্রুডো।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রিশি সুনাকের সাথেও এ বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

সোমবার হাউজ অব কমন্সে দেয়া বক্তব্যে তিনি বলেছেন, ভারতের সরকার এই বিষয়ে আলোকপাত করতে কানাডার সরকারকে সহায়তা করবে কিনা - আমি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে এই প্রশ্ন রাখতে চাই।

শিখ নেতা মি. নিজ্জারের হত্যাকাণ্ডের পর অনেক কানাডিয়ান নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত রয়েছেন এবং অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন মি. ট্রুডো।

মি. নিজ্জারের মৃত্যুর কয়েকমাস পরও কানাডার ভেতরে এবং বাইরে এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে।

কানাডার টরন্টো ছাড়াও লন্ডন, মেলবোর্ন, স্যান ফ্রান্সিসকোর মত শহরে জুলাই মাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা।

তাদের অভিযোগ, ভারত সরকার এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী।

জুলাইয়ের আট তারিখ টরন্টোতে ভারতীয় হাই কমিশন ভবনের বাইরে বিক্ষোভ করে কয়েকশো শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী।

সেদিন শিখ বিক্ষোভকারীদের বিপক্ষে ও ভারত সরকারের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি দল ওই একই জায়গায় বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

দুই পক্ষই কয়েক ঘণ্টা ধরে একে অপরের বিপক্ষে স্লোগান দেয়।

কানাডার বেশ কিছু শিখ সংগঠন মি. ট্রুডোর এই বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। ওয়ার্ল্ড শিখ অর্গানাইজেশন মন্তব্য করেছে যে হারদিপ সিং নিজ্জারের হত্যা নিয়ে মি. ট্রুডোর ধারণার সাথে তারা একমত পোষণ করেন।

কানাডায় ভারতীয় বংশদ্ভূত কানাডিয়ান নাগরিক আছেন আনুমানিক ১৪ থেকে ১৮ লাখ। ভারতের পাঞ্জাব অঙ্গরাজ্যের বাইরে সবচেয়ে বেশি শিখ রয়েছে কানাডাতে।

কিছুদিন আগে ভারতে হয়ে যাওয়া জি২০ সম্মেলনে জাস্টিন ট্রুডো আর নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে হওয়া বৈঠকে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হয়।

ভারত সরকারের এক বিবৃতি অনুযায়ী, ঐ বৈঠকে মি. মোদী কানাডার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন যে তারা তাদের দেশে 'ভারত বিরোধী চরমপন্থী কার্যক্রম' দমন করতে যথেষ্ট কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

মি. নিজ্জার গত কয়েকমাসের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে মারা যাওয়া তৃতীয় শিখ নেতা।

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে জুন মাসে মারা যান খালিস্তান লিবারেশন ফোর্সের প্রধান হিসেবে চিহ্নিত আবতার সিং খাণ্ডা। তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল 'রহস্যময় পরিস্থিতি'কে।

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী লাহোরে এ বছরের মে মাসে গুলি করে হত্যা করা হয় পরমজিৎ সিং পাঞ্জওয়ারকে, যাকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল ভারত।

এফ৩৫ যুদ্ধবিমান খুঁজতে আমজনতার সাহায্য চাইল মার্কিন সেনারা

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি এফ৩৫ ফাইটার জেট মাঝ আকাশে হারিয়ে যাওয়ার পর সেটিকে খুঁজে বের করতে সে দেশের সামরিক বাহিনী সাধারণ মানুষের সাহায্য চেয়েছে। ওই যুদ্ধবিমানটি হারিয়ে যাওয়ার আগে সেটির পাইলট আকাশে 'ইজেক্ট' করে এয়ারক্র্যাফট থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। যুদ্ধবিমানটি তখন আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য সাউথ ক্যারোলাইনার আকাশে উড়ছিল। ঘটনাটি ছিল রবিবার বিকেলের। ওই জেটের পাইলটের নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে তিনি ইজেক্ট করে নিরাপদেই প্যারাশুটে করে অবতরণ করেছিলেন বলে জানানো হয়েছে। তিনি এখন স্থিতিশীল অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

ফাইটার জেট বিমানটির সঙ্গে ঠিক কী ঘটেছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন সেটি একটি 'মিসহ্যাপ' বা দুর্ঘটনায় পড়েছিল।

তারা আরও জানিয়েছেন, চার্লসটন শহরের উত্তরদিকে যে দুটো বড় লেক রয়েছে,

এফ৩৫বি লাইটনিং টু জেটটিকে খোঁজার জন্য এখন মূলত সেখানেই মনোনিবেশ করা হচ্ছে। ফাইটার জেটটির সর্বশেষ অবস্থান যা জানা গেছে, তার ভিত্তিতেই এখন লেক মৌলট্রি ও লেক ম্যারিওনে আমেরিকার ফেডারেল এভিয়েশন রেগুলেটরদের সহায়তায় ব্যাপক তল্লাসি চালানো হচ্ছে।

জয়েন্ট বেস চার্লসটন তাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডল এক্সে (আগেকার টুইটার) একটি অ্যাপিল পোস্ট করে লিখেছে, আমাদের ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমগুলো এখনও ওই এফ৩৫টি খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সেই সঙ্গেই তারা আরও বলেছে, খোঁজার চেষ্টা যখন চলছে, তখন সাধারণ মানুষকেও অনুরোধ করা হচ্ছে এই কাজে সামরিক ও বেসামরিক কতৃর্পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে।

যুদ্ধবিমানটির উদ্ধারে কাজে আসতে পারে, এমন কোনও তথ্য কারও কাছে থাকলে তাকে অপারেশনস সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও আহ্বান জানানো হয়েছে।

মেরিন কোরের পক্ষ থেকে বিবিসিকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই ঘটনাটি সম্পর্কে তারা এখনও অবধি যা জানে তা 'খুবই সীমিত' এবং এ ব্যাপারে আরও তথ্য আহরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ঠিক ওই সময় আর একটি এফ৩৫ যুদ্ধবিমানও চার্লসটনের কাছের আকাশ উড়ছিল, তবে সেটি কিন্তু নিরাপদেই তার বেসে ফিরে এসেছে।

মার্কিন সামরিক মুখপাত্র মেজর মেলানি স্যালিয়ান্স অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) কাছে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিশ্বে সবচেয়ে ব্যয়বহুল অস্ত্রসম্ভার

এফ৩৫ যুদ্ধবিমানগুলোকে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নত মানের ফাইটার জেটগুলোর অন্যতম বলে গণ্য করা হয়।

লকহিড মার্টিনের নির্মিত এই ফাইটার জেটগুলোর এক একটার দাম পড়ে প্রায় ৮ কোটি মার্কিন ডলার করে।

সারা বিশ্বে এই শ্রেণীর যুদ্ধবিমানের মধ্যে এফ৩৫ আকারে যেমন সবচেয়ে বড়, তেমনি এটি বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ওয়েপেন্স প্রোগ্রামও বটে।

২০১৮তে সাউথ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যে একটি দুর্ঘটনার পর মার্কিন সেনাবাহিনী তাদের পুরো এফ৩৫ ফ্লিটকেই 'গ্রাউন্ড' করে দিয়েছিল - মানে পুরো বহরটাকেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তবে তা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মোট ৩০০০র মতো এফ৩৫ যুদ্ধবিমান কিনেছে বা কেনার অর্ডার দিয়েছে।

মার্কিন এয়ারফোর্স ও নেভি তো বটেই, এছাড়াও আরও অন্তত ১০-১২টি দেশ তাদের বাহিনীতে এফ৩৫কে যুক্ত করেছে।

এর মধ্যে রয়েছে ব্রিটেন, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, তুরস্ক, নরওয়ে, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, ইসরায়েল, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া।

বিবিসির প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক জোনাথন মার্কাসের কথায়, ১৯৬০ বা ৭০র দশকে যেমন ম্যাকডানেল ডগলাস ফ্যান্টম কিংবা আরও পরে এফ সিক্সটিন যুদ্ধবিমান ওয়াশিংটনের মিত্র দেশগুলোর বিমানবাহিনীতে অবধারিতভাবে থাকত, এখন ঠিক সেটাই করছে এফ৩৫।

এফ৩৫ দিয়ে ইসরায়েলের হুঁশিয়ারি

তবে পূর্বসূরীদের সঙ্গে এফ৩৫র মিল ওখানেই শেষ।

এফ৩৫ আসলে এমন একটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান, যাকে 'ফিফথ জেনারেশন' এয়ারক্র্যাফট বলে ডাকা হয়।

এর কমব্যাট সিস্টেমেও নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা প্রতিনিয়ত যোগ করা সম্ভব।

২০১৮তে ইসরায়েল প্রথম ঘোষণা করেছিল যে তারা এফ৩৫কে 'কমব্যাট মিশনে' বা যুদ্ধে ব্যবহার করেছে।

এর আগেই ইসরায়েল মোট ৫০টি এফ৩৫ কেনার অর্ডার দিয়েছিল।

২০১৮তে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী একটি ছবি প্রকাশ করে, যাতে দেখা যায় তাদের একটি এফ৩৫ জেট লেবাননের রাজধানী বইরুটের খুব কাছে আকাশে উড়ছে।

অনেক পর্যবেক্ষকই সেই ছবিটিকে প্ররোচনামূলক বলে বর্ণনা করেছিলেন।

তারা মনে করেছিলেন ওই ছবিটি আসলে ছিল ইরান ও তাদের মিত্রদের প্রতি ইসরায়েলের একটা প্রচ্ছন্ন বার্তা - যে ওই অঞ্চলে ইরানের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টায় ইসরায়েল এফ৩৫ ব্যবহারেও দ্বিধা করবে না।